

## Teacher's Content

### বাংলাদেশের কৃষিজ ও বনজ সম্পদ

- ☑ বাংলাদেশের কৃষিজ সম্পদ
- ☑ শস্য উৎপাদন ও বহুমুখীকরণ
- ☑ খাদ্য উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা

## Content Discussion

### বাংলাদেশের কৃষিজ সম্পদ

#### ☐ শস্য উৎপাদন ও বহুমুখী করণ

কৃষিপ্রধান এদেশের অধিকাংশ মানুষের প্রধান উপজীবিকা কৃষি। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশে মোট খাদ্য শস্যের উৎপাদন হয়েছে- ৩৮৬.৩৪ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে খাদ্যশস্য (শুধু গম) আমদানি হয়েছে- ৫৮ লাখ ৭৫ হাজার টন বা ৫৩ লাখ ২৯,৭১১ মেট্রিক টন। দেশে বর্তমানে খাদ্যশস্যের কার্যকরী ধারণ ক্ষমতা- ২০.২৩ লক্ষ মে.টন। খাদ্য অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৮৪ সালে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রথমবারের মতো সরকার ২৫ হাজার মেট্রিক টন চাল রপ্তানি করে- শ্রীলঙ্কায়। নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ কার্যকর হয়- ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫।

#### কৃষিজ পন্য উৎপাদনে দেশের শীর্ষ জেলা

পন্য উৎপাদন	শীর্ষ জেলা	পন্য উৎপাদন	শীর্ষ জেলা
ধান	ময়মনসিংহ	আলু	মুন্সিগঞ্জ
মাছ	ময়মনসিংহ	কলা	টাঙ্গাইল
পাট	ফরিদপুর	আম	দিনাজপুর
গম	ঠাকুরগাঁও	আখ	নাটোর
তুলা	ঝিনাইদহ	সয়াবিন	লক্ষীপুর
তামাক	কুষ্টিয়া	পেয়াজ	পাবনা
কাঁঠাল	কুষ্টিয়া	চিংড়ি	সাতক্ষীরা
চা	মৌলভীবাজার	রেণু ও পোনা	যশোর

#### ☐ রবি শস্য

রবি শস্য বলতে শীতকালীন শস্যকে বুঝায়। শীতকালীন সবজি-মুলা, শালগম, টমেটো, শীম, কপি ইত্যাদি; ডালজাতীয় শস্য-মুগ, মশুরী, খেসারী, ছোলা ইত্যাদি; তৈলবীজ শস্য-সরিষা, সয়াবিন, বাদাম প্রভৃতি রবি শস্য।

#### ☐ কৃষিশুমারি

পাকিস্তান আমলে একবার এবং বাংলাদেশ আমলে চারবার-মোট পাঁচবার এ ভূখণ্ডে কৃষিশুমারি অনুষ্ঠিত হয়। সালগুলো হল- ১৯৬০, ১৯৭৭, ১৯৮৩-৮৪, ১৯৯৬ এবং ২০০৮। এর মধ্যে ১৯৯৭ সালে কেবল পল্লী এলাকায় কৃষিশুমারি অনুষ্ঠিত হয়। দেশের প্রথম অর্থাৎ গ্রাম ও শহরে একযোগে অনুষ্ঠিত হয় ১১-১৫ মে ২০০৮। ৯-২০ জুন ২০১৯ সারাদেশে ষষ্ঠবারের মত অনুষ্ঠিত হবে কৃষি শুমারি। যার স্লোগান “কৃষি শুমারি সফল করি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ি।”

#### ☐ জুম চাষ

পাহাড়ি অঞ্চলে বসবাসরত উপজাতি সম্প্রদায়ের ফসল উৎপাদনের এক বিশেষ পদ্ধতি হচ্ছে জুম চাষ। এ পদ্ধতিতে পাহাড়ের গায়ে গর্ত করে এক সাথে কয়েক প্রকার ফসলের বীজ বপন করা হয়। সাধারণত পাহাড়ের ঢালে নির্দিষ্ট দূরত্বে গর্ত করে তাতে একই সাথে কয়েক প্রকারের বীজ বপন করে এবং ফসল পরিপক্ব হলে পর্যায়ক্রমে সংগ্রহ করে। তাদের চাষকৃত ফসলের মধ্যে ধান, তুলা ও তিল প্রধান। উপজাতিরা বছরে দু'বার জুম চাষ করে থাকে।

### তথ্য কণিকা

- বাংলাদেশে মোট জমির পরিমাণ- ৩ কোটি ৩৮ লাখ ৩৪ হাজার একর।
- বাংলাদেশের মোট চাষাবাদযোগ্য জমির পরিমাণ- ২ কোটি ১ লক্ষ ৫৭ হাজার একর।
- বাংলাদেশে বর্তমানে মাথাপিছু আবাদি জমির পরিমাণ ০.১৫ একর।
- প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল- ৮০ ভাগ মানুষ।
- ‘খরিপ শস্য’ বলতে বোঝায়- গ্রীষ্মকালীন শস্যকে।
- ‘রবিশস্য’ বলতে বোঝায়- শীতকালীন শস্যকে।

- জাতীয় বীজ পরীক্ষাগার অবস্থিত - গাজীপুর।
- বাংলাদেশের একমাত্র আঞ্চলিক বীজ পরীক্ষাগার অবস্থিত- ঈশ্বরদী, পাবনা।
- দেশের বৃহত্তম 'দত্তনগর কৃষি খামার' অবস্থিত- ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর।
- 'দত্তনগর কৃষি খামার' কার্যক্রম শুরু হয়- ১৯৬২ সালে (আয়তন ২৩৩৭)।
- স্বর্ণা সারের বৈজ্ঞানিক নাম- ফাইটো হরমোন ইনডিউসার।
- স্বাধীন বাংলাদেমে প্রথম কৃষিশুমারি অনুষ্ঠিত হয়- ১৯৭৭ সালে।
- বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়- ৫ এপ্রিল, ১৯৭৩।
- প্রথম বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার দেয়া হয়- ১৯৭৬ সালে।
- সার্ক কৃষি তথ্যকেন্দ্র (SAIC) অবস্থিত- ফার্মগেট, ঢাকা।
- 'শস্যভাণ্ডার' হিসেবে পরিচিত জেলা- বরিশাল।
- স্বর্ণা সার আবিষ্কার করেন- বাংলাদেশের বিজ্ঞানী ড. আব্দুল খালেক।
- তুলা উন্নয়ন বোর্ডের সদর দপ্তর- ফার্মগেট, ঢাকা।
- বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (BSRTI) অবস্থিত- রাজশাহীতে।
- বাংলাদেশের ডাল গবেষণা কেন্দ্র অবস্থিত- ঈশ্বরদীতে।
- বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট (BSRI) প্রতিষ্ঠিত হয়- পাবনার ঈশ্বরদীতে ১৯৫১ সালে।
- বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউটের বর্তমান নাম- বাংলাদেশ সুপারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট।
- ২০১২ সালে বাংলাদেশ আফ্রিকার যে দেশে প্রথম কৃষিকাজ শুরু করে- সেনেগাল।
- BARI-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে- Bangladesh Agricultural Research Institute।

### অর্থকারী ফসল

- বাংলাদেশের অর্থকারী কৃষিজ সম্পদ

ফসল	গবেষণা কেন্দ্র
পাট	ঢাকার শেরে বাংলা নগর
চা	শ্রীমঙ্গল
রেশমগুটি/রেশম	রাজশাহী
ইক্ষু	ঈশ্বরদী, পাবনা
তুলা	ফার্মগেট, ঢাকা
রাবার	ঢাকা
তামাক	-
ধান	জয়দেবপুর
গম	নশিপুর, দিনাজপুর
কলা	ঢাকা
আম	চাঁপাইনবাবগঞ্জ
মশলা	বগুড়া
ভুট্টা	-
ডাল	ঈশ্বরদী, পাবনা

তৈলবীজ	খামারবাড়ি, ঢাকা
আলু	-

### □ পাট

পাট বাংলাদেশের প্রধান অর্থকারী ফসল, দ্বিতীয় আলু এবং তৃতীয় চা। পাটজাত মোড়কের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ৬টি পণ্য এবং পাটের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ১৯টি পণ্য পরিবহনে। বাংলাদেশের মোট আবাদি জমির ৫ শতাংশে পাট চাষ করা হয়। দেশে একর প্রতি পাটের ফলন গড়ে ৬৯৬ কেজি। সাধারণত তিন ধরনের গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয় ১৯৫১ সালে, স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ১৯৭৪ সালে এর নামকরণ করা হয় বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট। এ প্রতিষ্ঠান দেশে চারটি উন্নত জাতের পাট উদ্ভাবন করেছে। এগুলো হলো- BKRI তোলা, BJRI -৬, কেনাফজাত (শণপাট), এইচ. সি-৯৫। জাতীয় বীজ বোর্ড দেশী-৮ ও তোষা-৬ নামের পাটের দুটি নতুন জাত অবমুক্ত করে। দেশে সর্বাধিক পাট উৎপন্ন হয় ফরিদপুর। দেশে পাটের প্রধান পাট ও সুতার মিশ্রণে এক ধরনের কাপড় হলো জুটন। এতে পাট ও সুতার অনুপাত ৭০ : ৩০। জুটনের আবিষ্কারক ড. মোহাম্মদ সিদ্দিকুল্লাহ (১৯৮৯ সালে)। একটি কাচা পাটের গাইটের ওজন সাড়ে তিন মণ।

### তথ্য কণিকা

- 'সোনালী আঁশ' বলা হয়- পাটকে।
- একটি কাঁচা পাটের গাইটের ওজন- সাড়ে তিন মণ।
- বাংলাদেশের যে জেলায় সবচেয়ে বেশি পাট উৎপন্ন হয়- ফরিদপুর জেলায়।
- বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠা- ১৯৭৪ সালে।
- পাট উৎপাদনের বিশ্বের প্রথম দেশ- ভারত।
- পাট রপ্তানিতে বিশ্বের প্রথম দেশ বাংলাদেশ।
- জুটন আবিষ্কার করেন- ড. মোহাম্মদ সিদ্দিকুল্লাহ।
- পাট রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ- ভারত।
- এশিয়ার সবচেয়ে বড় পাটকল ছিল- আদমজী পাটকল, বাংলাদেশ।
- আন্তর্জাতিক পাট সংস্থা (IJO) প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৮৪ সালে।
- IJO- এর বর্তমান নাম- আন্তর্জাতিক জুট স্টাডি গ্রুপ (IJSJ)।
- IJSJ (International Jute Study Group)-এর সদর দপ্তর- মানিক মিয়া এভিনিউ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

### □ চা

১৮৪০ সালে চট্টগ্রাম ক্লাব প্রাঙ্গণে বাংলাদেশ ভূখণ্ডে প্রথম চা চাষ আরম্ভ হয়। তবে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সিলেটের মালনীছড়ায় দেশের প্রথম চা বাগান প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫৭ সালে। বর্তমানে দেশে ১৬৬ টি চা বাগান রয়েছে। সর্বশেষ চা বাগান প্রতিষ্ঠিত হয় পঞ্চগড়। চা চাষের জন্য প্রয়োজন অধিক বৃষ্টিপাতসমৃদ্ধ পাহাড়ি ঢালু অঞ্চল। বাংলাদেশ চা বোর্ড গঠিত হয় ১৯৭৭ সালে চট্টগ্রামে। বিশ্ববাজারে উৎপাদিত চায়ের মাত্র ২ শতাংশ চা বাংলাদেশে উৎপাদিত হয়।

দেশে সর্বাধিক চা উৎপন্ন হয় মৌলভীবাজার জেলায়। এ জেলার শ্রীমঙ্গল থানায় বাংলাদেশ চা গবেষণা কেন্দ্র অবস্থিত। চা মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠিত

হয়েছে, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার (১৬ সেপ্টেম্বর, ২০০৯)। দেশে প্রথম উৎপাদনে উন্নতজাতের চা হল বিটি-১২।

চা উৎপাদনে বিশেষীকৃত দেশ চীন, রপ্তানিতে কেনিয়া। বাংলাদেশ চা উৎপাদনে নবম এবং রপ্তানিতে ৭৭তম (২০১৮)।

❑ বাংলাদেশের চা বাগানের বন্টন : সংখ্যা- ১৬৬টি।

স্থানের নাম	সংখ্যা	স্থানের নাম	সংখ্যা
সিলেট	২০টি	মৌলভীবাজার	৯০টি
হবিগঞ্জ	২৩টি	চট্টগ্রাম	২২টি
রাঙ্গামাটি	১টি	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১টি
পঞ্চগড়	৯টি		

❑ পঞ্চগড়ে চা বাগান প্রতিষ্ঠা

২ এপ্রিল, ২০০০ আনুষ্ঠানিকভাবে পঞ্চগড় জেলায় চা চাষের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। তেঁতুলিয়া থানার বুড়াবুড়ি ইউনিয়নের মাদুলপাড়া এলাকায় চা গাছ রোপণের মধ্য দিয়ে পঞ্চগড় জেলায় চা চাষ শুরু হয়।

তথ্য কণিকা

- বাংলাদেশের প্রথম চা জাদুঘর যাত্রা শুরু করে- ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০০৯, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।
- বাংলাদেশ চা বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৭৭ সালে, চট্টগ্রাম।
- চা উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান - নবম।
- বিশ্ব চা রপ্তানিতে বাংলাদেশ - ৭৭তম।
- বাংলাদেশের চা সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হয়- পাকিস্তানে।
- বাংলাদেশে বর্ষপ্রথম চা বাগান প্রতিষ্ঠা করা হয় - ১৮৪০ সালে।
- বাংলাদেশের প্রথম বাণিজ্যিক চা বাগান প্রতিষ্ঠা করা হয় - সিলেটের মালনিছড়ায়।
- বাংলাদেশে মোট চা বাগানের সংখ্যা - ১৬৬টি।
- দেশে উৎপাদিত চায়ের রপ্তানি করা হয় - ৬৫%।
- বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (BTRI) স্থাপিত হয় - ১৯৫৭ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি মৌলভীবাজার জেলায়।
- চা উৎপাদনে বাংলাদেশের দ্বিতীয় স্থান অধিকারী জেলা - হবিগঞ্জ।
- দেশের প্রথম অর্গানিক চা বাগান স্থাপিত হয় - ২০০০ সালে, পঞ্চগড় জেলায়।
- দেশে চা বাজারজাতকরণের প্রথম নিলাম বাজার অবস্থিত - চট্টগ্রাম। ২য় চা নিলাম বাজার শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।
- বাংলাদেশে বছরে চা উৎপাদনের পরিমাণ - ৯ কোটি ৫৫০ লাখ পাউন্ড (প্রায়)।
- দেশে বর্তমানে চা উৎপাদনের সরাসরি নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা - ১ লাখ ২৫ হাজার (প্রায়)।
- বাংলাদেশ বছরে চা রপ্তানি করে - ৫ কোটি পাউন্ড।
- বাংলাদেশী চা কোম্পানির মধ্যে বৃহত্তর কোম্পানি - ন্যাশনাল টি কোম্পানি লিমিটেড।
- বাংলাদেশে উৎপাদিত চা - দুই প্রকার।

❑ তামাক

বাংলাদেশে তামাক উৎপন্ন হয় রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুষ্টিয়া ও বরিশাল জেলায়। সবচেয়ে বেশি তামাক উৎপন্ন হয় রংপুর জেলায়। সুমাত্রা, ম্যানিলা হল উন্নতজাতের তামাক।

❑ রেশম

বাংলাদেশে রেশম গুটির চাষ হয় রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বগুড়া, দিনাজপুর, রংপুর, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা অঞ্চলে। সবচেয়ে বেশি রেশম গুটির চাষ হয় চাঁপাইনবাবগঞ্জে। রেশম চাষকে ইংরেজিতে বলা হয় সেরিকালচার। দেশে রেশম বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয় রাজশাহীতে ১৯৭৭ সালে।

❑ রাবার

অধিক বৃষ্টিপাত অঞ্চলে রাবার উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশে চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের সন্নিকটে রামু নামক স্থানে রাবার চাষ করা হয়। দেশে প্রথম রাবার বাগান করা হয় কক্সবাজারের রামুতে, ১৯৬১ সালে। এখানে দেশের সর্বাধিক রাবার উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশের বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন এর আওতাধীন রাবার বাগান ১৬টি।

❑ তুলা

বাংলাদেশে যশোর জেলা তুলা চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী। কিন্তু বর্তমান বেশি উৎপাদন হয় ঝিনাইদহ জেলায়। এছাড়া বগুড়া, রংপুর, পাবনা, দিনাজপুর, ঢাকা, টাঙ্গাইল, কুষ্টিয়া ও ময়মনসিংহে তুলা উৎপাদন হয়। তুলা শস্যের দু'টি উন্নত জাত 'রূপালী' ও 'ডেলফোজ'। তুলা উন্নয়ন বোর্ড ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭২ সালে ফার্মগেট, ঢাকায় গঠন করা হয়।

তথ্য কণিকা

- তুলা চাষের জন্য বেশি উপযোগী- যশোর জেলা।
- 'রূপালী' ও 'ডেলফোজ'- দুটি উন্নতজাতের তুলা শস্য।
- বেশি তামাক উৎপন্ন হয়- বৃহত্তর রংপুর জেলায়।
- রেশম চাষকে বলা হয়- সেরিকালচার।
- বাংলাদেশের দ্বিতীয় অর্থকরী ফসল- আলু।
- বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি আলু উৎপন্ন হয়- মঙ্গিগঞ্জ জেলায়।
- যে ব্রিটিশ গভর্নরের উদ্যোগে বাংলায় আলু চাষের বিস্তার লাভ করে- ওয়ারেন হেস্টিংস।
- বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন-এর আওতাধীন রাবার বাগান- ১৬টি
- দেশে প্রথম রাবার বাগান করা হয়- কক্সবাজারের রামুতে।
- বাংলাদেশে আম গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়- ১৯৫৮ সালে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায়।
- বাংলাদেশের যে জেলায় বর্তমান আম উৎপাদন বেশি হয়- দিনাজপুর জেলায় (২০১৮)।
- আম উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান- সপ্তম।

### খাদ্যশস্য

#### □ ধান

বাংলাদেশের প্রধান খাদ্যশস্য ধান। বাংলাদেশে আবাদি জমির ৮০ ভাগেই ধানের চাষ করা হয়। বর্তমানে ধান উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বের মধ্যে চতুর্থ। সমগ্র দেশে কম-বেশি ধান উৎপন্ন হয়, তবে সবেচেয়ে বেশি ধান উৎপন্ন হয় ময়মনসিংহ জেলায়। বাংলাদেশে ধানের শ্রেণীবৈদ হলো ৪টি- আমন, আউশ, বোরো ও ইরি। ধান উৎপাদনের চীন বিশ্বে প্রথম, রপ্তানিতে থাইল্যান্ড বিশ্বে প্রথম।

ধান চাষপদ্ধতি এবং উন্নত জাতের ধান উদ্ভাবনের জন্য নিয়মিত কাজ করছে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট বা Bangladesh Rice Research Institute (BRRI)। এটি গাজীপুর জেলায় অবস্থিত। BRRI উদ্ভাবিত উন্নত জাতের ধান চান্দিনা, মালা, বিপ্লব, ব্রিশাইল, দুলাভোগ, ব্রিবালাম, আশা, প্রগতি, মুক্ত প্রভৃতি।

#### □ হাইব্রিড ধান

হাইব্রিড ধান উদ্ভিদ প্রজননের মাধ্যমে ফলন বৃদ্ধিতে একটি সফল ও যুগান্তকারী প্রযুক্তি। এটি তেজস্ক্রিয় রশ্মি প্রয়োগের মাধ্যমে দুটি ভিন্ন গুণবিশিষ্ট জাতের সংকরায়নের ফলে যে প্রথম প্রজন্মের উদ্ভব হয় তাকে হাইব্রিড বলা হয়।

#### □ নতুন জাতের ধান ইরাটম-২৪

বাংলাদেশ পারমাণবিক কৃষি ইনস্টিটিউট (বিনা) নতুন জাতের ধান ইরাটম-২৪ উদ্ভাবন করেছে। বিনা'র বিজ্ঞানীরা ইরি-৮ ধানের ওপর গামা রশ্মি প্রয়োগ করে স্থানীয়ভাবে এর বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুন জাতের এই ধান উদ্ভাবন করেন।

### তথ্য কণিকা

- BRRI কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রথম উন্নত জাতের ধান - ব্রি-৮।
- ব্রি-৩৪; ব্রি-৩৭ BRRI কর্তৃক উদ্ভাবিত দুটি উন্নতজাতের ধান।
- বাংলাদেশে হাইব্রিড ধানের চাষ শুরু হয় ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বরে। এ সময় আলোক-৬২১০ জাতের ধানের চাষ করা হয়।
- নতুন জাতের উচ্চফলনশীল উফশী ধান ইরাটম-২৪ উদ্ভাবন করেছে বাংলাদেশ পারমাণবিক কৃষি ইনস্টিটিউট। ইরি-৮ ধানের উপর গামারশির প্রয়োগের মাধ্যমে এধান উদ্ভাবন করা হয়।
- মঙ্গা এলাকার জন্য উপযোগী ধান হলো-বিআর-৩৩।
- পূর্বচী ধান আনা হয় গণচীন থেকে।
- আউশ ধান রোপন করা হয় জুলাই-আগস্টে।
- রোপা আমন কাটা হয় অগ্রহায়ন-পৌষে।
- সুপার রাইস হল উচ্চ ফলনশীল ধান।
- আলোক ৬২১০ ধান আনে ব্র্যাক (ভারত থেকে)।
- পাখি ছাড়া 'ময়না' একটি উচ্চ ফলনশীল ধান।
- লবনাক্ততা সহনশী ধানের জাত হল-ব্রি-৪৭।

- জলমগ্ন এলাকায় সহনশীল ধান-বি আর ১১ আর ১।
- বন্যা পরবর্তী এলাকার জন্য উপযুক্ত ধান-ব্রিধান-৪৬।
- জোয়ার ভাটা অঞ্চলের জন্য উপযুক্ত ধান - ব্রি-৪৪, ব্রি-৩৩, ব্রি-১১।
- বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত লবণাক্ত সহিষ্ণু ধান-বিনা-৮ ও বিনা-৯।
- জাতীয় বীজ বোর্ড কৃষক পর্যায়ে চাষাবাদের জন্য মোট আটটি নতুন ধানের জাত অবমুক্ত করে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (BRRI) বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত ব্রি-৫৯, ব্রি-৬০, ব্রি-৬১, ব্রি-৬২ নামের ৪টি এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের(বিনা) উদ্ভাবিত বিনা-১১, বিনা-১২, বিনা-১৩, বিনা-১৪ নামের ৪টি ধানের জাত।

#### □ গম

বাংলাদেশে সর্বাধিক গম উৎপন্ন হয় রংপুর বিভাগে। তবে গম গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দিনাজপুর জেলার নশিপুরে। দেশে উৎপন্ন উচ্চ ফলনশীল জাতের কয়েকটি গম হলো অগ্রাণী, আকবর, বরকত, ইনিয়া-৬৬, পাতন-৭৬ আনন্দ, কাঞ্চন, বলাকা, দোয়েল, শতাব্দী সৌরভ প্রভৃতি। দেশে বছরে উৎপন্ন গমের পরিমাণ প্রায় ১০ লাখ মেট্রিক টন।

### তথ্য কণিকা

- বাংলাদেশে উৎপন্ন কিছু উন্নত জাতের গম- অগ্রাণী, আনন্দ, আকবর, কাঞ্চন, দোয়েল, বরকত, বলাকা।
- দেশে বছরে গমের উৎপাদন- ১০ লাখ মে.টন।
- বাংলাদেশে সর্বাধিক গম উৎপাদিত হয় - নাটোর জেলায়।
- বাংলাদেশে গম চাষ হয় - শীত মৌসুমে।
- গম গবেষণা কেন্দ্র অবস্থিত - নশিপুর, দিনাজপুর।
- বর্ণালী ও গুণ - উন্নত জাতের ভুট্টা।
- ব্র্যাক উদ্ভাবিত হাইব্রিড ভুট্টার নাম - উত্তরণ।

#### □ তৈলবীজ

বাংলাদেশে উৎপাদিত প্রধান প্রধান তৈলবীজ হচ্ছে সরিষা, চীনাবাদাম, তিল, সূর্যমুখী, সয়াবিন, তিসি প্রভৃতি। দেশে তৈলবীজের উৎপাদন একর প্রতি গড়ে ৩৭০ কেজি। আমাদের দেশে তৈলবীজের মধ্যে সরিষার চাষ সর্বাধিক। 'সফল' ও 'অগ্রাণী' হলো উন্নতজাতের সরিষা। বাংলাদেশে সাড়ে ৫ লাখ একর জমিতে সরিষা জন্মে।

### তথ্য কণিকা

- দেশের প্রধান প্রধান তৈলবীজ হলো- সরিষা, চীনাবাদাম, তিল, সূর্যমুখী, সয়াবিন, তিসি, নারিকেল, বাজনা, পীতরাজ প্রভৃতি।
- বাংলাদেশে সরিষার জন্মে- সাড়ে ৫ লাখ একর জমিতে।

#### □ বাংলাদেশের কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ

গাজীপুরের জয়দেবপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এর প্রতিষ্ঠাকাল ৪ আগস্ট, ১৯৭৬। এটি আমাদের খাদ্য উৎপাদন ও



ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এর ৬টি শস্য গবেষণা কেন্দ্র, ৬টি আঞ্চলিক গবেষণা কেন্দ্র এবং ২৩টি উপকেন্দ্র রয়েছে।

#### □ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

গাজীপুর জেলার জয়বেদ পুরে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট। এর প্রতিষ্ঠাকাল ১ অক্টোবর, ১৯৭০। সারা দেশে এর আরও ৫টি শাখা কার্যালয় রয়েছে।

- ‘স্বর্ণা’ সারের উদ্ভাবক : আবদুল খালেক (১৯৮৭ সালে)।
- কৃষি উদ্যান : কাশিমপুর, গাজীপুর।
- কৃষিনিতি প্রণীত হয় : ১৯৯১ সালে।
- বিনা প্রতিষ্ঠিত হয় : ১৯৭২ সালে।
- কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় : ১৯৭৫ সালে।
- IRDP হল : সমন্বিত পল্লীউন্নয়ন কর্মসূচী।
- দেশের বৃহত্তম সেচ প্রকল্প : তিস্তা বাঁধ প্রকল্প। এ প্রকল্পের আওতাধীন বৃহত্তর রংপুর, দিনাজপুর জেলা।
- দেশে কৃষিগুণারি হয়েছে : পাঁচটি; এগুলো ১৯৭৭, ৮৬, ৯৭, ২০০২ ও ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত হয়।

সার্ক কৃষি তথ্য কেন্দ্র অবস্থিত ফার্মগেট, ঢাকা (১৯৮৯) বাংলাদেশ কৃষি তথ্য সার্ভিস প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬১ সালে।

#### কৃষি বিষয়ক কিছু সংস্থার অবস্থান

নাম	অবস্থান
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	জয়দেবপুর, গাজীপুর
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট	জয়দেবপুর, গাজীপুর
বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট	মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা
বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	ময়মনসিংহ
বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট (বাংলাদেশ সুপারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট)	ঈশ্বরদী, পাবনা
বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট	শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার
বাংলাদেশ মোমাছি গবেষণা ইনস্টিটিউট	ঢাকা
বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ইনস্টিটিউট	রাজশাহী
বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট	সাভার, ঢাকা
বাংলাদেশ আম গবেষণা কেন্দ্র	চাঁপাইনবাবগঞ্জ
বাংলাদেশ গম গবেষণা কেন্দ্র	নশিপুর, দিনাজপুর

#### □ বৃহত্তম কৃষি খামার

ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর থানার দত্তনগর কৃষি খামার বাংলাদেশের বৃহত্তম কৃষি খামার। ১৯৬২ সালে এ খামারের কার্যক্রম শুরু হয়। এতে জমির পরিমাণ ২৩৩৭ একর।

#### □ ফসলের উচ্চফলনশীল জাত

- ধান : হীরা, ময়না, চান্দিনা, মালা, বিপ্লব, ব্রিশাইল, দুলাভোগ, ইরটিম, আশা, প্রগতি, মুক্তা, ব্রি হাইব্রিড ধান- ১, বাউ-১৬, আলোক-৬২১০, সোনার বাংলা-১, সুপার রাইস প্রভৃতি।
- গম : বলাকা, দোয়েল, শতাব্দী, অগ্রণী, সোনালিকা, আনন্দ, আকবর, কাঞ্চন।

- তামাক : সুমাত্রা ও ম্যানিলা।
- আলু : ডায়মন্ড, কার্ডিনেল, কুফরী ও সিন্দুরী।
- আম : মহানন্দা, মোহনভোগ, ল্যাংড়া, গোপালভোগ, হিমসাগর, আশোপালি, হাড়িয়াভাঙ্গা, লক্ষণভোগ, ফজলি।
- মরিচ : যমুনা।
- টমেটো : বাহার, মানিক, রতন, অপূর্ব, মিস্টো, ঝুমকা, সিন্দুর, ও শ্রাবণী।
- বেগুন : ইওরা, শুকতারা ও তারাপুরী।
- কলা : অমৃতসাগর, মেহেরসাগর, সবরি, সিঙ্গাপুরী, অগ্নিশ্বর, কানাইবাঁশী, মোহনবাঁশী, বাঁটজবা।
- তরমুজ : পদ্মা, মধুমতী, টপইন্ত, ডব্লিউএম-০০২, ডব্লিউএম-০০৩।
- পাট : ধরধবে, ডি-১৫৪, সিলি-৪৫, সিভিই-৩, অ্যাটম পাট-৩৮, সবুজ পাট (সিভিএল ১), ফাল্গুনী তোষা ও ৯৮৯৭ ও ৪।
- তুলা : রূপালি, ডেলফোজ, ডেল্টা পাইন ১৬, বিএসি ৭।
- ভুট্টা : বর্ণালী, শুভ্রা, খই ভুট্টা, মোহর, সুপার সুইট কর্ণ সোয়ান-২, বারিভুট্টা-৫, বারিভুট্টা-৬, বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১।
- সয়াবিন : ব্রাগ, ডেভিস, সোহাগ, বাংলাদেশ সয়াবিন-৪।
- তিসি : নীলা।
- সূর্যমুখী : কিরণ (ডিএস-১১)
- ফুলকপি : আলি স্লেবল, হোয়াইট ব্যারন, ট্রপিক্যাল, রান্ধুসী, বারী ফুলকপি-১।
- বাঁধাকপি : প্রভাতী, এ্যাটলাস-৭০, গোল্ডেন ক্রস, কে ওয়া ক্রস, গ্রীন এক্সপ্রেস, ডামহেড, বারি বাঁধাকপি-১, বারি বাঁধাকপি।
- মূলা : তাসাকি সান মূলা-১, মিনু আলি, বারি মূলা-১, বারি মূলা-২, বারি মূলা-৩।
- হলুদ : ডিমলা, সুন্দরী।
- কচু : বিলাসী, লতিরাজ।
- গোলমরিচ : জৈন্তা।
- পেয়ারা : কাজী পেয়ারা, স্বরূপকাঠি, কাঞ্চন নগর, মুকুন্দপুরী।

#### তথ্য কণিকা

- প্রধান প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য- ধান, পাট, ইক্ষু, চা, তামাক, গম, তেলবীজ, যব আলু ও তুলা।
- সবচেয়ে বেশি গোল আলু উৎপন্ন হয়- বৃহত্তর ঢাকা জেলায়। ঢাকার মুন্সীগঞ্জ জেলায় সর্বাধিক আলু উৎপন্ন হয়।
- একটি উন্নতজাতের ইক্ষুর নাম- ঈশ্বরদী-২৫৪।
- তুলা উন্নয়ন বোর্ড গঠিত হয়- ১৯৭২ সালের ১৪ ডিসেম্বর, ঢাকার ফার্মগেট। এটি কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে।
- সর্বাধিক আখ উৎপন্ন হয় - রংপুরে।
- সর্বাধিক কলা উৎপন্ন হয় - টাঙ্গাইল (বর্তমান)।
- ভুট্টার উন্নতজাতের জাত- বর্ণালি, শুভ্র।
- উত্তরা হলো- উন্নত জাতের বেগুন।
- সবচেয়ে বেশি আনারস উৎপন্ন হয় - পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলে।
- একটি উন্নতজাতের ইক্ষুর নাম- ঈশ্বরদী-২৫৪।

#### □ বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ

মাছে-ভাতে বাঙালি। এ উক্তির মাধ্যমে মৎস্য সম্পদের সাথে বাঙালির সম্পর্কের দিকটি পরিষ্কার হয়ে ওঠে। মৎস্য সম্পদ বাঙালি ঐতিহ্যের অংশ। বাংলায় জলাভূমির আধিক্য, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়, ব্যক্তি উদ্যোগে মাছের উৎপাদন, খাদ্য হিসেবে মাছের প্রতি সাধারণ মানুষের ব্যাপক আগ্রহ প্রভৃতি এদেশবাসীকে মৎস্য সম্পদের কাছাকাছি নিয়ে এছে।

মৎস্য স্থান করে নিয়েছে জনগণের জীবনযাত্রার অংশ হিসেবে। এক সময়ের সৌখন ও বিচ্ছিন্ন মৎস্য চাষ কালের পরিক্রমায় বাণিজ্যিক ও সমন্বিত রূপ লাভ করেছে। মূল্যবৃদ্ধি এবং লাভজনক সেক্টর হওয়ায় মৎস্য আহরণ ও মৎস্য চাষে জেলেদের পাশাপাশি অনেক বেকার যুবক এগিয়ে আসেছে। আর যৌথ প্রচেষ্টা এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সাফল্য খুলে দিয়েছে মৎস্য চাষে ব্যাপক সম্ভাবনার দ্বার। চিগড়ি রপ্তানিতে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হওয়ায় ইতোমধ্যে চিগড়িসম্পদ বাংলাদেশ 'হোয়াইট গোল্ড' হিসেবে পরিচিত পেয়েছে এর পাশাপাশি দেশীয় বাজারে মাছের বর্ধিত চাহিদা ও মূল্য মৎস্য সম্পদের বাণিজ্যিক দিককে জনগণের সামনে উচ্চকিত করেছে।

#### □ বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট

- বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (BFRI) প্রতিষ্ঠিত হয়-১৯৪৮ সালে।
- BFRI এর পূর্ণরূপ- Bangladesh Fisheries Research Institute.
- একে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট নামে অভিহিত করা হয়- ১৯৯৬ সালে।
- প্রতিষ্ঠাকাল সদর দপ্তর করা হয়- চাঁদপুর নদী কেন্দ্রে।
- এর সদর দপ্তর ময়মনসিংহ স্বাদুপানি কেন্দ্রে স্থানান্তরিত হয়- ১৯৮৬ সালে।

#### মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র ও উপকেন্দ্র

কেন্দ্রের নাম	স্বাদু পানির মাছ চাষ গবেষণা	সদর দপ্তর
১. স্বাদু পানি কেন্দ্র	স্বাদু পানির মাছ চাষ গবেষণা	ময়মনসিংহ
২. নদী কেন্দ্র	নদীর মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের গবেষণা	চাঁদপুর
৩. লোনা পানি কেন্দ্র	লোনা পানির মাছ গবেষণা	পাইকগাছা, খুলনা
৪. সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র	সমুদ্রের মাছ চাষ ও সংগ্রহ, উৎপন্ন পণ্য উন্নয়ন ও গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক গবেষণা	কক্সবাজার
৫. চিগড়ি গবেষণা কেন্দ্র	চিগড়ি গবেষণা	বাগেরহাট

#### □ উপকেন্দ্রগুলো হলো

১. রাঙ্গামাটি কাগুই লেক উপকেন্দ্র (রাঙ্গামাটি)
২. সান্তাহার প্লাবনভূমি উপকেন্দ্র (বগুড়া)
৩. খেপুপাড়া নদী উপকেন্দ্র (পটুয়াখালী)
৪. যশোর স্বাদুপানি উপকেন্দ্র (যশোর)
৫. সৈয়দপুর স্বাদুপানি উপকেন্দ্র (নীলফামারী)

#### তথ্য কণিকা

- বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের সদর দপ্তর অবস্থিত- ময়মনসিংহ (১৯৮৬ সালের পূর্বে ছিল চাঁদপুর)।
- বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের স্বাদু পানির মাছ চাষ গবেষণা কেন্দ্র অবস্থিত- ময়মনসিংহে।
- মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের চিগড়ি গবেষণা কেন্দ্র অবস্থিত- বাগেরহাট।
- বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র অবস্থিত - কক্সবাজার।

- আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে প্রাণিজ আমিষের মাছ থেকে আসে- প্রায় ৬০ শতাংশ।
- সুন্দরবনের দক্ষিণে অবস্থিত 'দুবলার চর' বিখ্যাত- মাছ ও গুটকির জন্য।
- সোনাদিয়া দ্বীপ বিখ্যাত- সামুদ্রিক মাছ শিকারের জন্য।
- বাংলাদেশের একমাত্র প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র- হালদা নদী।
- সরকার ঘোষিত দেশের প্রথম মৎস্য অভয়াশ্রম- হাইল হাওর (শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার)।
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের পূর্বনাম- মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়।
- মৎস্য অধিদপ্তর-এর ইংরেজি নাম- Department of Fisheries।
- দেশের প্রথম চিগড়ি গবেষণা কেন্দ্র অবস্থিত- টেকনাফ, কক্সবাজার।
- মৎস্য প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ কেন্দ্র- ফরিদপুরে অবস্থিত।
- মৎস্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র- নাটোর ও কোটচাঁদপুর (বিনাইদহ) অবস্থিত।
- মৎস্য প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট- চাঁদপুর অবস্থিত।
- বাংলাদেশের জাতীয় মাছ- ইলিশ।
- দেশে দৈনিক মাথাপিছু মাছ সরবরাহের পরিমাণ- প্রায় ২৮ গ্রাম।
- প্রাণীক আমিষ জাতীয় খাদ্য- মাছ।
- White Gold হলো- বাংলাদেশের চিগড়ি সম্পদ।

#### খাদ্য উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশে কৃষি দিবস পালিত হয়- ১ অগ্রহায়ণ (১৫ নভেম্বর)। কৃষির সাথে জড়িত জনগোষ্ঠী- ৪০.৬২%। ২০১৯ সালে 'প্রোডাক্ট অব দি ইয়ার' ঘোষণা করা হয়েছে- কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যকে। বাংলাদেশের কৃষিপণ্য রপ্তানি হয়- ১২১টি দেশ। বিশ্বে কৃষিজমি ও বনভূমি হ্রাসে শীর্ষ দেশ- বাংলাদেশ। বর্তমানে দেশে হাওরের সংখ্যা- ৩৭৩টি। সরকারী উদ্যোগে কৃষি পাঠাগার স্থাপন করা হয়েছে- চুয়াডাঙ্গা। সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউট গড়ে তোলা হয়েছে- কক্সবাজারে। সী এ্যাকুরিয়াম তৈরি করা হবে- কক্সবাজারে। দেশের প্রথম কৃষি জাদুঘর অবস্থিত- বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (ময়মনসিংহ)। বাংলাদেশের একমাত্র আঞ্চলিক বীজ পরীক্ষাগার অবস্থিত- ঈশ্বরদী, পাবনা। তুলা উন্নয়ন বোর্ডের সদর দপ্তর- ফার্মগেট, ঢাকা। সার্ক কৃষি তথ্য কেন্দ্র অবস্থিত- ফার্মগেট, ঢাকা (১৯৮৯)। জাতীয় বীজ পরীক্ষাগার অবস্থিত- গাজীপুরে।

#### বিভিন্ন কালচার

মৌমাছি চাষ	এপিকালচার (Apiculture)
রেশম চাষ	সেরিকালচার (Sericulture)
মৎস্য চাষ	পিসিকালচার (Pisciculture)
উদ্যানভূমি	হার্টিকালচার (Horticulture)
পাখি চাষ	এভিকালচার (Aveculture)
চিগড়ি চাষ	প্রনকালচার (Prawniculture)

বাংলাদেশের প্রাণিজ সম্পদ

বাংলাদেশের গবাদি পশুর ভ্রূণ প্রথম বদল করা হয়	৫ মে, ১৯৯৫ সালে
বাংলাদেশ গবাদি পশু গবেষণা ইনস্টিটিউট অবস্থিত	ঢাকার সাভারে
কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন ও দুগ্ধ খামার অবস্থিত	ঢাকার সাভারে
দুগ্ধজাত সামগ্রীর জন্য বিখ্যাত লাহিড়ীমোহন হাট অবস্থিত	পাবনায়
গোচারণের জন্য বাথান আছে	পাবনা ও সিরাজগঞ্জে
মহিষ প্রজনন কেন্দ্র অবস্থিত	বাগেরহাটে
ছাগল প্রজনন কেন্দ্র অবস্থিত	সিলেটের টিলাগড়ে
ছাগল উন্নয়ন ও পাঠা কেন্দ্র অবস্থিত	রাজবাড়ি হাট
বন্য প্রাণী প্রজনন কেন্দ্র (সরকারী) অবস্থিত	করমজল, সুন্দরবন
হরিণ প্রজনন কেন্দ্র অবস্থিত	কক্সবাজার জেলার ডুলাহাজরায়
কমির প্রজনন কেন্দ্র অবস্থিত	ময়মনসিংহের ভালুকায়
গাধা প্রতিপালন কেন্দ্র অবস্থিত	রাঙামাটি জেলায়
উন্নত জাতের গাভী	হরিয়ানা, সিন্ধী, ফ্রিসিয়ান, হিসাব, জারসি, শাহীওয়াল, আয়ের শায়ের ইত্যাদি।
সবচেয়ে বেশি দুগ্ধপ্রদানকারী গাভীর জাত-ব্রয়লার	ফ্রিসিয়ান।
উন্নত জাতের ব্রয়লার মুরগী	যে সকল মুরগী কেবল মাংস উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়, তাদের ব্রয়লার বলে।
লেয়ার-	হাইব্রো, স্টার ব্রো, ইন্ডিয়ান রোভাব, মিনিব্রো
সবচেয়ে বেশি ডিম দেয়	ডিমপাড়া মুরগীকে লেয়ার বলে।
মাংস ও ডিম উভয়টি পাওয়া যায়	লেগহর্ন
যমুনাপাড়ী ছাগলের অপর নাম	রোড আইল্যান্ড রেড এবং অস্টরলক জাতের মুরগী থেকে
রাক বেঙ্গল	রামছাগল
বনফাই	এক ধরনের ছাগল
ঘড়িয়াল দেখা যায়	এক ধরনের বিড়াল
মুরগীর রোগ	পদ্মা নদীতে
হাঁসের রোগ	রাণীক্ষেত, বসন্ত, রক্তআমাশয়, কলোর, বার্ড ফ্লু ইত্যাদি
গবাদি পশুর রোগ	ডাক প্লেগ, রোপা
	গো-বসন্ত, যক্ষ্ম, ব্লাককোয়াটার, অ্যানথ্রাক্স

তথ্য কণিকা

- যে জাতের ছাগল বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় - রাক বেঙ্গল বা কালো জাতের ছাগল।
- বাংলাদেশের হরিণ প্রজনন কেন্দ্রটি অবস্থিত - কক্সবাজার জেলার চকোরিয়াতে।
- বাংলাদেশের একমাত্র সরকারি মহিষ প্রজন ও উন্নয়ন খামার অবস্থিত - ফকিরহাট, বাগেরহাট।
- মৎস্য অধিদপ্তর-এর ইংরেজি নাম - Department of Fisheries।
- প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এর ইংরেজি নাম-Department of Livestock Services (DLS)।
- প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কোথায় অবস্থিত - ফার্মগেট, ঢাকা।
- পশুসম্পদ অধিদপ্তরের বর্তমান নাম - প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর।
- বাংলাদেশের গবাদি পশুতে প্রথম ভ্রূণ বদল করা হয় - ৫ মে ১৯৯৫।
- পৃথিবীর যে অঞ্চল থেকে বাংলাদেশে অতিথি পাখি আসে- সাইবেরিয়া থেকে।
- বাংলাদেশ তথা দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম ওয়াইল্ড লাইফ রেসকিউ সেন্টার - জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় মহিষ প্রজনন ও উন্নয়ন খামার স্থাপিত হয় - ১৯৮৪ সালে (আয়তন ৮০ একর)।

বিশ্ব ঐতিহ্য ও বাংলাদেশ

বিশ্বের ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থানের প্রাচীনত্ব, ঐতিহাসিক ও সংস্কৃতিক গুরুত্ব এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য প্রভৃতি মূল্যায়নপূর্বক ইউনেস্কো প্রতিবছর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ঘোষণা এবং তা সংরক্ষণে কার্যক্রম চালু করে। বাংলাদেশের ৩টি স্থানওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। ১৯৮৫ সালে ষাটগম্বুজ মসজিদ ও নওগাঁ জেলার পাহাড়পুর, ১৯৯৭ সালে সুন্দরবন ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তালিকাভুক্ত হয়।

তথ্য কণিকা

- বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষণা করে - ইউনেস্কো (UNESCO)
- প্রথম বিশ্বঐতিহ্য ঘোষণা করা হয় - ১৯৭২ সালে।
- বাংলাদেশে ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্য- ৩টি। ক) পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার, খ) ষাট গম্বুজ মসজিদ, গ) সুন্দরবন।
- পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহারকে বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষণা করা হয় - ১৯৮৫ সালে (৩২২তম)।
- ষাট গম্বুজ মসজিদকে বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষণা করা হয় - ১৯৮৫ সালে (৩২১তম)।
- সুন্দরবনকে বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষণা করা হয় - ৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৭ সালে।
- সুন্দরবনকে বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় - ৭৯৮ তম [সূত্র : Whc. Unesco.org/en/list/798]

- বিশ্ব ঐতিহ্যে অন্তর্ভুক্তির জন্য অপেক্ষমান বাংলাদেশের ৫টি ঐতিহ্য – হলুদ বিহার, জগদল বিহার, মহাশ্রাগড় (রাজশাহী), লালবাগ কেল্লা (ঢাকা), লালমাই পাহাড় অঞ্চল (কুমিল্লা)

#### বাংলাদেশের পানিসম্পদ

সকল জীবের অস্তিত্বের জন্য পানি অপরিহার্য একটি প্রাকৃতিক উপাদান। আমাদের ভূ-মণ্ডলে, তথা প্রাকৃতিক পরিবেশ পারিপার্শ্বিকতার অন্তর্গত যতগুলো উপাদান আছে তার মধ্যে পানি হলো একক অপরিহার্য একটি উপাদান। এর উপর টিকে আছে জাগতিক সকল জীবন, বলা যায় বেশির ভাগ বস্তু ও জীব। বাংলাদেশকে বলা হয় নদীমাতৃক দেশ। সুপ্রাচীনকাল থেকেই দেশের শিল্প, কৃষি সকল ক্ষেত্রে নদী বা পানির উপর নির্ভরশীল। অনেকগুলো নদী বাংলাদেশ-ভারত উভয়ের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত কিন্তু বাংলাদেশ তার ভৌগোলিক বা ভূ-প্রাকৃতিক কারণে ভাটির দেশে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ ভূ-প্রাকৃতিকভাবে নিম্নাঞ্চল ও বটে। যৌথ নদী কমিশনের মতে বাংলাদেশে ৫৮টি নদীর আন্তঃবর্ডার সংযোগ রয়েছে। যার মধ্যে ৫৫টি নদী ভারতীয় ভূখণ্ড হতে এদেশে প্রবেশ করেছে এবং মায়ানমার হতে ৩টি নদী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে।

#### তথ্য কণিকা

- বাংলাদেশে পানি সম্পদের চাহিদা সবচেয়ে বেশি – কৃষি খাতে।
- বাংলাদেশে পানীয় জলের জন্য অধিকাংশ মানুষ নির্ভর করে – নলকূপের পানির উপর।
- বাংলাদেশের পানিতে বিপজ্জনক মাত্রার চেয়ে বেশি আর্সেনিক পাওয়া গেছে – অগভীর নলকূপের পানিতে।
- বাংলাদেশে নলকূপের পানিতে প্রথম আর্সেনিক ধরা পড়ে – ১৯৯৩ সালে, চাপাইনবাবগঞ্জ জেলায়।
- পানিতে স্বাভাবিকমাত্রার চেয়ে বেশি আর্সেনিক পাওয়া গেছে – ৬১ টি জেলায়।
- পানিতে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক পাওয়া যায়নি – ৩টি জেলায়। যথা- রাঙামাটি, বান্দরবন ও খাগড়াছড়ি জেলায়।
- বাংলাদেশে সর্বাধিক আর্সেনিক আক্রান্ত জেলা – চাঁদপুর।
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর মতে পানিতে আর্সেনিকের গ্রহণযোগ্যতা মাত্রা – ০.০৫ মি.গ্রা./লিটার
- বাংলাদেশের খাবার পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা – ১.০১ মি.গ্রা./লিটার।
- বাংলাদেশে সর্বপ্রথম আর্সেনিক ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন করা হয় – গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে।
- আর্সেনিক দূরীকরণে সনো ফিল্টারের উদ্ভাবক – প্রফেসর আবুল হুসাম।
- আর্সেনিক দূরীকরণে আর্থ ফিল্টারের উদ্ভাবক – অধ্যাপক দুলালী চৌধুরী।

#### বাংলাদেশের পানি শোধনাগার

পানি শোধনাগার	নির্মাণকাল	Key points
১. চাঁদনীঘাট, ঢাকা	১৮৭৪ খ্রিঃ	বাংলাদেশের প্রথম পানিশোধনাগার

২. সোনাকান্দা, নারায়ণগঞ্জ	১৯২৯ খ্রিঃ	
৩. গোদানাইল, নারায়ণগঞ্জ	১৯৮৯ খ্রিঃ	
৪. সায়েদাবাদ, ঢাকা	২০০২ খ্রিঃ	
৫. জশলদিয়া, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ	২০১৫ খ্রিঃ	বাংলাদেশের বৃহত্তম পানি শোধনাগার

#### সেচ প্রকল্প, বাঁধ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ

#### যৌথ নদী কমিশন

বাংলাদেশ-ভারত যৌথ নদী কমিশন ১৯৭২ সালে গঠিত হয়। বাংলাদেশে প্রবাহিত অভিন্ন ৫৮টি নদীর ৫৫টিই ভারত হতে এসেছে। এ পর্যন্ত যৌথ নদী কমিশনের যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সেগুলো হলো-১) গঙ্গা ও তিস্তার নদীর যৌথ জরিপ, ২) বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি সম্পদের উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন ৩) শুষ্ক মৌসুমে পানি প্রবাহ বৃদ্ধির সম্ভাবনা পরীক্ষা, ৪) নদীর ধারাপথের উন্নতি সাধন, ৫) সীমান্ত নদী সম্পর্কে আলোচনা ও সমাধানের উদ্ভাবন।

#### গঙ্গা-কপোতাক্ষ পরিকল্পনা

গঙ্গা-কপোতাক্ষ প্রকল্পের কাজ শুরু হয় ১৯৫৪ সালে। প্রকল্পের আওতায় কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারায় হার্ডিঞ্জ সেতুর কাছে পদ্মা নদীতে পাম্পের সাহায্যে পানি তুলে খালে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মজে যাওয়া কপোতাক্ষ নদকে প্রধান খাল হিসেবে ব্যবহার এবং কয়েকটি উপখালের জন্য খননকার্য পরিচালনা করা হয়। এটি বর্তমানে বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সেচ প্রকল্প।

#### তিস্তা বাঁধ প্রকল্প

তিস্তা বাঁধ প্রকল্প বর্তমানে বাংলাদেশের বৃহত্তম সেচ প্রকল্প। এ প্রকল্পের মূল পরিকল্পনা ১৯৩৫ সালে তৈরিকরা হয়। ১৯৮০ সালে প্রকল্পে অর্থায়নের ব্যবস্থা করা হলে ভৌত কাজ শুরু হয়। ১৯৯৬ সালের জুনে প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হয়। এটি দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলার ৩৫ টি থানার ৫৪০৫ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত।

#### ফ্লাড অ্যাকশন প্ল্যান

Flood Action Plan নদী শাসন কার্যক্রমের একটি প্রকল্প। প্রকল্পের আওতায় বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি থানার কালিতলা নামক স্থানে প্রোয়েন উন্নয়ন, ব্রহ্মপুত্র ও বাঙ্গালী নদীর একত্রীকরণ রোধ এবং বগুড়ার মাথুরাডায় ও সিরাজগঞ্জে নদীতীর সংরক্ষণের কাজ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ১৯৯৫ সালের বন্যায় ফ্লাড অ্যাকশন প্ল্যান এর নদী শাসন প্রকল্প গাইবান্ধায় ভেঙ্গে পড়ে।

#### তথ্য কণিকা

- বাংলাদেশের প্রথম সেচ প্রকল্প – গঙ্গা-কপোতাক্ষ (G-K) সেচ প্রকল্প, ১৯৫৪ সালে স্থাপিত হয়।
- GK প্রকল্পের আওতাভুক্ত অঞ্চল – কুষ্টিয়া, যশোর ও খুলনা।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম সেচ প্রকল্প – তিস্তা বাঁধ প্রকল্প।



- তিস্তা বাঁধ অবস্থিত - লালমনিরহাট জেলায়।
- তিস্তা বাঁধ প্রকল্পে আওতাভুক্ত অঞ্চল - রংপুর ও দিনাজপুর।
- তিস্তা বাঁধ প্রকল্পের নির্মাণ কাজ শুরু হয় - ১৯৫৯-৬০ সালে।
- তিস্তা বাঁধ প্রকল্প উদ্বোধন করা হয় - ৫ আগস্ট, ১৯৯০।
- DND বাঁধের পুরো নাম - ঢাকা-নারায়নগঞ্জ-ডেমরা।
- বাকল্যাণ্ড বাঁধ অবস্থিত - বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে ব্রিটিশ আমলে বাঁধ নির্মাণ করা হয়।

#### □ বাংলাদেশের খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ

- প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান মিথেন গ্যাস।
- বাংলাদেশে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক গ্যাসে মিথেনের পরিমাণ ৯৬-৯৮%।
- বর্তমানে ৩২তম দেশ হিসেবে বিশ্ব নিউক্লিয়ার ক্লাবে যুক্ত হয়েছে বাংলাদেশ।
- সরকার দেশের সকল জনসাধারণকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা হাতে নিয়েছে - ২০২১ সালের মধ্যে।
- বাংলাদেশে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র - ১০টি
- বাংলাদেশের বৃহত্তম তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র - ভেড়ামাড়া (কুষ্টিয়া)।
- বাংলাদেশের প্রথম গ্যাসচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র - সিলেটের হরিপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্র।
- বাংলাদেশের প্রথম কয়লাচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র - দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া।
- বাংলাদেশের প্রথম বার্জমাউন্টেড বিদ্যুৎ কেন্দ্র - খুলনার বার্জমাউন্টেড বিদ্যুৎকেন্দ্র।
- বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারী তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র - দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া।
- বাংলাদেশে পানিবিদ্যুৎ কেন্দ্র - ১টি। যথা-কাণ্ডাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র।
- কাণ্ডাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে - কর্ণফুলী নদীতে।
- কাণ্ডাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয় - ১৯৬২ সালে।
- কাণ্ডাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র কার্যক্রম শুরু করে - ১৯৬৫ সালে।
- কাণ্ডাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদনক্ষমতা - ২৩০ মেগাওয়াট।
- বাংলাদেশে পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম - রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র।
- রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প অবস্থিত - পাবনা জেলায়।
- সিরাজগঞ্জের বাঘাবাড়িতে অবস্থিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের নাম - বিজয়ের আলো।
- বাংলাদেশের প্রথম সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প চালু হয় - নরসিংদী জেলার করিমপুর ও নজরপুরে।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র - চট্টগ্রামের সন্দ্বীপে।
- বাংলাদেশের প্রথম বায়ুবিদ্যুৎ প্রকল্প চালু হয় - ফেনীর সোনাগাজীতে।
- বিদ্যুৎ বিতরণের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠান - Dhaka Electric Supply company Ltd (DESCO), Dhaka power Distribution Company Ltd (DPDC) Rural Electrification Board বা পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (REB)
- গ্রাম বাংলায় বিদ্যুতায়নের দায়িত্বে সরাসরিভাবে নিয়োজিত - পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (REB)

#### □ বাংলাদেশের বনজসম্পদ

বাংলাদেশের বনাঞ্চল মূলত ক্রান্তীয় বনেরই অন্তর্ভুক্ত। এই বনাঞ্চল পৃথিবীর সবচেয়ে উৎপাদনশীল ও ফলবান অঞ্চল। এখানে সূর্যের খাড়া তাপ পড়ে। প্রায় সারা বছর ধরে গরম আবহাওয়া বিরাজমান। বাংলাদেশে মোট স্থলভাগের ২৫ শতাংশ বনভূমির প্রয়োজনীয়তা

থাকলেও, বাস্তবে মাত্র ১৭ শতাংশের কিছু বেশি পরিমাণ বনাঞ্চল রয়েছে। বাংলাদেশে মাথাপিছু বনভূমির পরিমাণ প্রায় ০.০২ হেক্টর। দেশের বনাঞ্চলের প্রায় ৪৭ শতাংশ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে, সুন্দরবন ও পটুয়াখালী উপকূল এলাকায় ২৭ শতাংশ এবং পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলাসমূহে রয়েছে ২ শতাংশ। বাকী সব রাস্তা, বাঁধ ও অন্যত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

#### শ্রেণিবিভাগ:

উদ্দি গোষ্ঠী অনুযায়ী বাংলাদেশের বনভূমিকে ৩টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। যথা-

১. ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি।
২. ক্রান্তীয় পাতাঝড়া বৃক্ষের বনভূমি।
৩. উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ বন।

#### তথ্য কণিকা

- বাংলাদেশের বনভূমি মোট স্থলভাগের - শতকরা ১৩ ভাগ।
- রেলের স্লিপার তৈরিতে ব্যবহৃত হয় - গর্জন ও জারফল।
- বাংলাদেশে মোট বনভূমির পরিমাণ - ২.৫২ মিলিয়ন হেক্টর (বন অধিদপ্তর)।
- ভাওয়াল বনাঞ্চল অবস্থিত - গাজীপুরে।
- মধুপুর বনাঞ্চল অবস্থিত - টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ জেলায়।
- মধুপুর বনাঞ্চলের প্রধান বৃক্ষ - শাল।
- উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী সৃজন করা হয়েছে - ১০টি জেলায়।
- বৃক্ষরোপণে রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের নাম - প্রধানমন্ত্রী পুরস্কার।
- বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রী পুরস্কার প্রবর্তিত হয় - ১৯৯৩ সালে।
- বাংলাদেশে সামাজিক বনায়নের কার্যক্রম শুরু হয়েছে - ১৯৮১ সালে।
- সামাজিক বনায়ন কর্মসূচী প্রথম শুরু হয় চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় - ১৯৮১ সালে।
- বাংলাদেশের একক বৃহত্তম বনভূমি - সুন্দরবন।
- বাংলাদেশের বনাঞ্চলের পরিমাণ মোট আয়তনের - ১৭.৮%।
- অঞ্চল হিসাবে বাংলাদেশের বৃহত্তম বনভূমি - পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বনভূমি (প্রায় ১২,০০০ বর্গ কিমি)।
- বিভাগ অনুসারে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি বনভূমি - চট্টগ্রাম বিভাগে (৪৩%)।
- জেলা অনুসারে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি বনভূমি - বাগেরহাট জেলায়।
- বাংলাদেশের দীর্ঘতম গাছের নাম - বৈলাম।
- সূর্যকন্যা বলা হয় - তুলা গাছকে।
- পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর গাছ - ইউক্লিপটাস।
- বনাঞ্চল থেকে সংক্ৰীত কাঠ ও লাকড়ি - দেশের মোট জ্বালানির ৬০% পূরণ করে।

- দেশের যে বনাঞ্চলকে চিরহরিৎ বন বলা হয় - পার্বত্য বনাঞ্চল।

#### □ বনজসম্পদের ব্যবহার

বাঁশ ও ঘাস	: কর্ণফুলী ও সিলেট কাগজ কলের কাঁচামাল হিসেবে।
গর্জন ও জারুল	: রেলপথের স্লিপার তৈরিতে
চাপালিশ ও গামারি	: সাম্পান ও নৌকা তৈরিতে
সেগুন	: আসবাবপত্র তৈরিতে
শাল	: গৃহ, টেলিফোন, বৈদ্যুতিক তারের খুঁটি ও আসবাবপত্র তৈরিতে।
গেওয়া, ধুন্দল ও শিমুল	: দিয়াশলাই তৈরিতে, পেন্সিল তৈরিতে ঘরের ছাউনি হিসেবে
গোলপাতা	: ছাতার বাট তৈরিতে।
কুচি ছাতিম	: টেক্সটাইল তৈরিতে।

#### □ সুন্দরবন

সুন্দরবন অসংখ্য দ্বীপ নিয়ে গঠিত বনাঞ্চল। ‘সুন্দরী’ বৃক্ষের প্রাচুর্য কারণে সুন্দরবনের নামকরণ করা হয়। সুন্দরবনের অন্য নাম বাদাবন। সুন্দরবনের মোট আয়তন ১০০০০ বর্গকি.মি.। বাংলাদেশ অংশে রয়েছে ৬০১৭ বর্গকি.মি যা মোট বনভূমির ৬২ শতাংশ (বন অধিদপ্তর)। অবশিষ্টাংশ রয়েছে ভারতে। সুন্দরবনের বেশির ভাগই সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট জেলায় অবস্থিত। মাত্র ৯৫ বর্গকিলোমিটার পটুয়াখালী ও বরগুণায় অবস্থিত। সুন্দরী, গরান, গেওয়া, পশুর, ধুন্দল, কেওড়া, বায়েন বৃক্ষ সুন্দরবনে প্রচুর জন্মে। এ সকল উদ্ভিদের শ্বাসমূল থাকে। এছাড়া ছন ও গোলপাতা সুন্দরবন হতে সংগ্রহ করা হয়। রয়েল বেঙ্গল টাইগার, হরিণ (Spotted Deer), বানর, সাপ এখানকার প্রধান প্রাণী। সুন্দরবনে বাঘ গণবার জন্য পাগমার্ক (পদচিহ্ন) পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। সুন্দরী বড় বড় খুঁটি তৈরিতে, গেওয়া নিউজপ্রিন্ট ও দিয়াশলাই কারখানায়, ধুন্দল পেন্সিল তৈরিতে, গরান বৃক্ষের বাকল চামড়া পাকা করার কাজে, গোলপাতা ঘরের ছাউনিতে ব্যবহৃত হয়। এ বন থেকে প্রচুর মধু ও মোম আহরণ করা হয়। হিরণ পয়েন্ট, কাটকা ও আলকি দীপকে সুন্দরবনের অভয়ারণ্য বলা হয়।

#### তথ্য কণিকা

- সুন্দরব নামকরণের কারণ - ‘সুন্দরী’ বৃক্ষের প্রাচুর্য।
- পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন - সুন্দরবন।
- বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় টাইডাল বন - সুন্দরবন।
- সুন্দরবন ছাড়া বাংলাদেশের অন্য টাইডাল বন - সংরক্ষিত চকোরিয়া বনাঞ্চল।
- বাংলাদেশের অন্তর্গত সুন্দরবনের আয়তন - ৬০১৭ বর্গ কিলোমিটার।
- সুন্দরবনের অভয়ারণ্য বলা হয় - হিরণ পয়েন্ট, কাটকা ও আলকি দ্বীপকে।
- সুন্দরবনের বাঘ গণনার জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতি - পাগমার্ক (পদচিহ্ন)।

#### □ জাতীয় উদ্যান, বনপ্রাণীর অভয়ারণ্য, ইকো-সাফারি পার্ক

- দেশে প্রথম ইকোপার্ক স্থাপিত হয় - চট্টগ্রাম।
- মাধুবকুণ্ড ইকো পার্ক অবস্থিত - মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখায়।
- বাংলাদেশে প্রথম সাফারি পার্কের নাম - বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক, ডুলাহাজরা, কক্সবাজার।
- বাংলাদেশের প্রথম আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বোটানিক্যাল গার্ডেনের নাম - বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানিক্যাল গার্ডেন।
- বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বোটানিক্যাল গার্ডেন প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৯৬১ সালে।
- চৈতন্য নার্সারির প্রতিষ্ঠাতা নাম - ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
- ন্যাশনাল বোটানিক্যাল গার্ডেন অবস্থিত - মিরপুর, ঢাকা।
- বাংলাদেশের প্রাচীনতম পার্ক - বাহাদুরশাহ পার্ক।
- বাংলাদেশের প্রাচীনতম গার্ডেন - বলধা গার্ডেন।
- প্রথম সাফারি পার্ক- ডুলাহাজরা, কক্সবাজার।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম ও দ্বিতীয় সাফারি পার্ক - বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্ক (শ্রীপুর, গাজীপুর)।
- বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ সাফারি পার্ক নির্মিত হচ্ছে - গাজীপুরের কালিয়াকৈরে।
- বাংলাদেশের প্রথম প্রজাপতি পার্ক গড়ে উঠেছে - চট্টগ্রামে।

#### Teacher Student Work

০১. বাংলাদেশের কৃষি কোন প্রকার?  
ক. ধান-প্রধান নিবিড় স্বয়ংভোগী খ. স্বয়ংভোগী মিশ্র  
গ. ধান-প্রধান বাণিজ্যিক ঘ. স্বয়ংভোগী শস্য চাষ ও পশুপালন
০২. কৃষির রবি মৌসুম কোনটি?  
ক. চৈত্র-বৈশাখ খ. শ্রাবণ-আশ্বিন  
গ. কার্তিক-ফাগুন ঘ. ভাদ্র-অগ্রহায়ণ
০৩. বাংলাদেশ পারমাণবিক কৃষি ইনস্টিটিউট (বিনা) কোথায় অবস্থিত?  
ক. ঢাকায় খ. ময়মনসিংহে  
গ. গাজীপুরে ঘ. খুলনায়
০৪. বাংলাদেশে প্রথম চায়ের চাষ আরম্ভ হয়-  
ক. সিলেটের মালনীছড়ায় খ. সিলেটের তামাবিলে

- গ. পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়িতে ঘ. সিলেটের জাফনায়
০৫. ফিলিপাইনের রাজধানী ব্যতীত ‘ম্যানিলা’ হচ্ছে উন্নত জাতের-  
ক. ধান খ. তামাক  
গ. গম ঘ. তুলা
০৬. কত সালে রামুতে প্রথম রাবার গাছ লাগান হয়?  
ক. ১৯৩৭ সালে খ. ১৯৬১ সালে  
গ. ১৯৭২ সালে ঘ. ১৯৮২ সালে
০৭. ব্রিশাইল কী?  
ক. একটি উন্নত মানের ধানের নাম খ. একটি উন্নত মানের পাট  
গ. এক ধরনের গমের নাম ঘ. একটি নদীর নাম
০৮. ইরাটম কী?  
ক. কীটনাশক ঔষধ খ. উন্নত জাতের সরিষা

- গ. উন্নত জাতের গম                      ঘ. উন্নত জাতের ধান
০৯. বাগদা চিংড়ি কোন দশক থেকে রপ্তানি পণ্য হিসেবে স্থান করে নেয়?  
ক. পঞ্চদশ দশক                      খ. ষাট দশক  
গ. সত্তর দশক                      ঘ. আশির দশক
১০. মিশ্র ফসল হিসেবে মসুরের সাথে নিচের কোন ফসলটি চাষ হয়?  
ক. সরিষা                      খ. আউশ  
গ. টমেটো                      ঘ. আলু
১১. বাংলাদেশের White gold কোনটি?  
ক. ইলিশ                      খ. পাট  
গ. রূপা                      ঘ. চিংড়ি
১২. বাংলাদেশের প্রথম গ্যাস উত্তোলন শুরু হয়-  
ক. ১৯৫৭ সালে                      খ. ১৯৬০  
গ. ১৯৬২                      ঘ. ১৯৭২
১৩. NIPORT কী?  
ক. জনসংখ্যা বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান  
খ. পোলট্রি ফার্ম বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান  
গ. নদীবন্দর বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান  
ঘ. বন্দর বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান
১৪. বাংলাদেশে সর্বপ্রথম কবে আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয়?  
ক. ১৯৭২                      খ. ১৯৭৪  
গ. ১৯৭৯                      ঘ. ১৯৮১
১৫. বাংলাদেশের প্রথম কিশোর সংশোধন কেন্দ্রটি কোথায় অবস্থিত?  
ক. চাঁদপুর                      খ. গাদনাইল  
গ. টঙ্গী                      ঘ. নোয়াখালি
১৬. খাসিয়া গ্রামগুলো কি নামে পরিচিত?  
ক. বারাং                      খ. পাড়া  
গ. পুঞ্জি                      ঘ. মৌজা
১৭. ‘গারো’ ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সমাজে পরিবারের প্রধান কে?  
ক. বাবা                      খ. মা  
গ. প্রবীণ ব্যক্তি                      ঘ. বড় ভাই
১৮. চাকমা সম্প্রদায় কোন জেলার অধিবাসী?  
ক. ময়মনসিংহ                      খ. সিলেট  
গ. বগুড়া                      ঘ. রাঙ্গামাটি
১৯. বাংলাদেশে বর্তমানে কয়টি উপজাতি বসবাস করছে?  
ক. ১০টি                      খ. ১৮টি  
গ. ২৫টি                      ঘ. ৪৮টি
২০. হাজংদের অধিবাস কোথায়?  
ক. ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা                      খ. কক্সবাজার ও রামু  
গ. রংপুর ও দিনাজপুর                      ঘ. সিলেট ও মণিপুর
২১. জনসংখ্যার আধিক্য রোধকল্পে বাংলাদেশে কবে জাতীয় সনসংখ্যা নীতি প্রণীত হয়?  
ক. ১৯৭২ সালে                      খ. ১৯৭৩ সালে  
গ. ১৯৭৫ সালে                      ঘ. ১৯৭৬ সালে
২২. জনসংখ্যার দিক দিয়ে মুসলিম বিশ্বে বাংলাদেশের স্থান-  
ক. প্রথম                      খ. দ্বিতীয়

- গ. তৃতীয়                      ঘ. চতুর্থ
২৩. বাংলাদেশে কয়টি আদমশুমারি হয়েছে?  
ক. একটি                      খ. দুইটি  
গ. তিনটি                      ঘ. চারটি
২৪. কোন আদিবাসী বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি বসবাস করে?  
ক. মগ                      খ. গারো  
গ. সাঁওতাল                      ঘ. চাকমা
২৫. ময়মনসিংহের গারো পাহাড়ের অধিবাসী গারো জাতিগোষ্ঠীর প্রকৃত নাম-  
ক. কান্দি                      খ. নান্দি  
গ. মান্দি                      ঘ. তান্দি
২৬. বাংলাদেশের জনসংখ্যার নারী-পুরুষের অনুপাত কত?  
ক. ১০০:১০১                      খ. ১০০:১০৩.৫  
গ. ১০০:১০৩                      ঘ. ১০০:১০৪.৯
২৭. আমাদের বর্তমান গড় আয়ু-  
ক. ৫৬ বছর                      খ. ৭০.৭ বছর  
গ. ৫৮ বছর                      ঘ. ৬২ বছর
২৮. কোন বাংলাদেশী উপজাতির পারিবারিক কাঠামো পিতৃতান্ত্রিক?  
ক. মারমা                      খ. খাসিয়া  
গ. সাওতাল                      ঘ. গারো
২৯. বাংলাদেশের বিখ্যাত মণিপুরী নাচ কোন অঞ্চলের?  
ক. রাঙ্গামাটি                      খ. রংপুর  
গ. কুমিল্লা                      ঘ. সিলেট
৩০. বাংলাদেশে বাস নেই এমন উপজাতির নাম-  
ক. সাঁওতাল                      খ. মাওরি  
গ. মুরং                      ঘ. গারো

Previous Question

০১. বাংলাদেশের কোন বনভূমি শালবৃক্ষের জন্য বিখ্যাত?

[৪০ তম বিসিএস]

- ক. সিলেটের বনভূমি খ. পার্বত্য চট্টগ্রামের বনভূমি  
গ. অজলা ও মধুপুরের বনভূমি ঘ. খুলনা, বরিশাল ও পটুয়াখালির বনভূমি

০২. বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি পাট উৎপন্ন হয় কোন জেলায়?

[৪০ তম বিসিএস]

- ক. ফরিদপুর খ. রংপুর  
গ. জামালপুর ঘ. শেরপুর

০৩. বাংলাদেশে মোট আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ- [৪০ তম বিসিএস]

- ক. ২ কোটি ৪০ লক্ষ একর খ. ২ কোটি ৫০ লক্ষ একর  
গ. ২ কোটি ২৫ লক্ষ একর ঘ. ২ কোটি ২১ লক্ষ একর

০৪. বাংলাদেশের জিডিপিতে (GDP) কৃষি খাতের (ফসল, বন, প্রাণিসম্পদ, মৎস্যসহ) অবদান কত শতাংশ? [৩৯ তম বিসিএস]

- ক. ১৪.৭৯ শতাংশ খ. ১৬ শতাংশ  
গ. ১২ শতাংশ ঘ. ১৮ শতাংশ

০৫. জুম চাষ হয়-

[৩৮ তম বিসিএস]

- ক. বরিশাল খ. ময়মনসিংহে  
গ. খাগড়াছড়িতে ঘ. দিনাজপুরে

০৬. বাংলাদেশে মোট দেশজ উৎপাদনে কৃষিখাতের অবদান-

[৩৮তম বিসিএস]

- ক. নিয়মিতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে খ. অনিয়মিতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে  
গ. ক্রমহ্রাসমান ঘ. অপরিবর্তিত থাকছে

০৭. বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানী হিসেবে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়-

[৩৮তম বিসিএস]

- ক. ফার্নেস অয়েল খ. কয়লা  
গ. প্রাকৃতিক গ্যাস ঘ. ডিজেল

০৮. বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি উৎপাদিত হয়-

[৩৭তম বিসিএস]

- ক. আউশ ধান খ. আমন ধান  
গ. বোরো ধান ঘ. ইরি ধান

০৯. প্রাকৃতিক গ্যাসে মিথেন কি পরিমাণ থাকে? [৩৭তম বিসিএস]

- ক. ৪০-৫০ ভাগ খ. ৬০-৭০ ভাগ  
গ. ৮০-৯০ ভাগ ঘ. ৩০-২৫ ভাগ

১০. বাংলাদেশে তৈরী জাহাজ 'স্টেলা মেরিস' রপ্তানি হয়েছ-

[৩৭তম বিসিএস]

- ক. ফিনল্যান্ডে খ. ডেনমার্ক গ. নরওয়েতে ঘ. সুইডেন

১১. যে জেলায় হাজংদের বসবাস নেই-

[৩৭তম বিসিএস]

- ক. শেরপুর খ. ময়মনসিংহ  
গ. সিলেট ঘ. নেত্রকোণা

১২. বাংলাদেশে রোপা আমন ধান কাটা হয়-

[৩৬তম বিসিএস]

- ক. আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে খ. ভাদ্র-আশ্বিন মাসে  
গ. অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে ঘ. মাঘ-ফাল্গুন

১৩. 'অগ্নিশ্বর', 'কানাইবাসী', 'মোহনবাসী' ও 'বীটজবা' কি জাতীয় ফলের নাম? [৩৬তম, ১০তম বিসিএস]

- ক. পেয়ারা খ. কলা  
গ. পেঁপে ঘ. জামরুল

১৪. সুন্দরবন-এর কত শতাংশ বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে পড়েছে? [৩৬তম বিসিএস]

- ক. ৫০% খ. ৫৮% গ. ৬২% ঘ. ৬৬%

১৫. ফিশারিজ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট কোথায় অবস্থিত? [৩৬তম বিসিএস]

- ক. ঢাকায় খ. খুলনায় গ. নারায়ণগঞ্জ ঘ. চাঁদপুরে

১৬. কোন উপজাতি বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ধর্ম ইসলাম? [৩৬তম বিসিএস]

- ক. রাখাইন খ. মারমা গ. পাণ্ডন ঘ. খিয়াং

১৭. 'বণালী এবং 'শুভ্র' কী? [৩৫তম বিসিএস]

- ক. উন্নত জাতের ভুট্টা খ. উন্নত জাতের গম  
গ. উন্নত জাতের আম ঘ. উন্নত জাতের চাল

১৮. বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের চামড়া কি নামে পরিচিত? [৩৫তম বিসিএস]

- ক. কুষ্টিয়া গ্রেড খ. বিনাইদহ গ্রেড  
গ. চুয়াডাঙ্গা গ্রেড ঘ. মেহেরপুর গ্রেড

১৯. বাংলাদেশের সুন্দরবনে কতো প্রজাতির হরিণ দেখা যায়?

[৩৫তম বিসিএস]

- ক. ১ খ. ২ গ. ৩ ঘ. ৪

২০. খাসিয়া গ্রামগুলো কি নামে পরিচিত? [৩৫তম বিসিএস]

- ক. বারাং খ. পুঞ্জি গ. পাড়া ঘ. মৌজা

২১. ইউরিয়া সার থেকে উদ্ভিদ কোন খাদ্য উপাদানটি লাভ করে?

[৩৪তম বিসিএস]

- ক. ফসফরাস খ. নাইট্রোজেন গ. পটাশিয়াম ঘ. সালফার

২২. সর্ব প্রথমে যে উফশি ধান এদেশে চালু হয়ে এখনও বর্তমান রয়েছে তা লো-

[১১তম বিসিএস]

- ক. ইরি-৮ খ. ইরি-১ গ. ইরি- ২০ ঘ. ইরি- ৩

২৩. বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট কোথায় অবস্থিত?

[২৭তম বিসিএস]

- ক. দিনাজপুর খ. গোপালপুর গ. পাকশী ঘ. ঈশ্বরদী

২৪. বাংলাদেশের চিনি শিল্পের ট্রেনিং ইনস্টিটিউট কোথায় অবস্থিত?

[২৬তম বিসিএস]

- ক. দিনাজপুর খ. রংপুর গ. ঈশ্বরদী ঘ. যশোর

২৫. বাংলাদেশের মোট আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ (প্রায়) কত?

[২৬তম, ১১তম বিসিএস]

- ক. ২ কোটি ৪০ লক্ষ একর খ. ২ কোটি ৫০ লক্ষ একর  
গ. ২ কোটি ২৫ লক্ষ একর ঘ. ২ কোটি একর

২৬. নাইট্রোজেন গ্যাস থেকে কোন সার প্রস্তুত করা হয়? [২৬তম বিসিএস]

- ক. টি.এস পি খ. ইউরিয়া



- গ. সবুজ সার ঘ. মিউরেট অব পটাশ
২৭. 'সোনালিকা' ও 'আকবর' বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে কিসের নাম? [৩২তম বিসিএস]
- ক. উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতির নাম  
খ. উন্নত জাতের ধানের নাম  
গ. উন্নত জাতের গমের নাম  
ঘ. দুটি কৃষি বিষয়ক বেসরকারী সংস্থার নাম
২৮. পাখি ছাড়া 'বলাকা' ও 'দোয়েল' নামে পরিচিত হচ্ছে- [৩২তম, ২৬তম, ১০তম বিসিএস]
- ক. দুটি কৃষি যন্ত্রপাতির নাম  
খ. দুটি কৃষি সংস্থার নাম  
গ. উন্নত জাতের গম শস্য  
ঘ. কৃষি খামারের নাম
২৯. সোনালী আঁশের দেশ কোনটি? [২২তম বিসিএস]
- ক. ভারত খ. শ্রীলঙ্কা গ. পাকিস্তান ঘ. বাংলাদেশ
৩০. কোন জেলা তুলা চাষের জন্য বেশি উপযোগী? [১১তম বিসিএস]
- ক. রাজশাহী খ. ফরিদপুর গ. রংপুর ঘ. যশোর
৩১. বাংলাদেশের অতি পরিচিত খাদ্য গোলআলু। এই খাদ্য আমাদের দেশে আনা হয়েছিল- [১৭তম বিসিএস]
- ক. ইউরোপের হল্যান্ড থেকে  
খ. দক্ষিণ আমেরিকার পেরু চিলি থেকে  
গ. আফ্রিকার মিশর থেকে  
ঘ. এশিয়ার থাইল্যান্ড থেকে
৩২. বাগদা চিহ্নি কোন দশক থেকে রপ্তানি পন্য হিসেবে স্থান করে নেয়? [৩৫তম বিসিএস]
- ক. পঞ্চাশ দশক খ. ষাট দশক  
গ. সত্তর দশক ঘ. আশির দশক
৩৩. বাংলাদেশের গবাদি পশুতে প্রথম ভ্রূণ বদল করা হয়- [১৭তম বিসিএস]
- ক. ৫ মে, ১৯৯৪ খ. ৬ এপ্রিল, ১৯৯৪  
গ. ৫ মে, ১৯৯৫ ঘ. ৭ মে, ১৯৯৫
৩৪. বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে গোচারণের জন্য বাথান আছে? [১৯তম বিসিএস]
- ক. পাবনা-সিরাজগঞ্জে খ. দিনাজপুর  
গ. বরিশাল ঘ. ফরিদপুর
৩৫. বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় গো-প্রজনন খামার কোথায় অবস্থিত? [১৯তম বিসিএস]
- ক. রাজশাহী খ. চট্টগ্রাম  
গ. সিলেট ঘ. সাভার, ঢাকা
৩৬. প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান হলো- [১১তম বিসিএস]
- ক. নাইট্রোজেন গ্যাস খ. মিথেন  
গ. হাইড্রোজেন গ্যাস ঘ. কার্বন মনোক্সাইড
৩৭. বাংলাদেশে প্রথম গ্যাস উত্তোলন শুরু হয়- [২১তম বিসিএস]
- ক. ১৯৫৭ সালে খ. ১৯৬০ সালে  
গ. ১৯৬২ সালে ঘ. ১৯৭২ সালে
৩৮. হরিপুর তেলক্ষেত্র আবিষ্কার হয়-

- ক. ১৯৮৭ সালে খ. ১৯৮৬ সালে  
গ. ১৯৮৫ সালে ঘ. ১৯৮৪ সালে
৩৯. কাপ্তাই থেকে প্লাবিত পার্বত্য চট্টগ্রামের উপত্যকা এলাকা- [১৭তম বিসিএস]
- ক. মারিস্যা ভ্যালি খ. খাগড়া ভ্যালি  
গ. জাবরী ভ্যালি ঘ. ভেঙ্গি ভ্যালি
৪০. ঘোড়াশাল সার কারখানায় উৎপাদিত সারের নাম কি? [১৪তম বিসিএস]
- ক. টিএসপি খ. ইউরিয়া  
গ. পটাশ ঘ. এমোনিয়া সালফেট
৪১. জিয়া সার কারখানায় উৎপাদিত সারের নাম কি? [২৪তম বিসিএস]
- ক. অ্যামোনিয়া খ. টিএসপি  
গ. ইউরিয়া ঘ. সুপার ফসফেট
৪২. চন্দ্রঘোনা কাগজ কলের প্রধান কাঁচামাল কি? [১৪তম বিসিএস]
- ক. আখের ছোবরা খ. বাঁশ  
গ. জারুল গাছ ঘ. নল-খাগড়া
৪৩. বাংলাদেশের প্রধান জাহাজ নির্মাণ কারখানা কোথায় অবস্থিত? [১৪তম বিসিএস]
- ক. নারায়ণগঞ্জ খ. খুলনা  
গ. চট্টগ্রাম ঘ. কক্সবাজার
৪৪. ঔষদ নীতির প্রধান উদ্দেশ্য হলো- [১১তম বিসিএস]
- ক. অপ্রয়োজনীয় এবং ক্ষতিকর ঔষধ প্রস্তুত বন্ধ করা  
খ. ঔষধ শিল্পে দেশীয় কাঁচামালের সরবরাহ নিশ্চিত করা  
গ. ঔষধ শিল্পে দেশীয় শিল্পপতিদের অগ্রাধিকার দেওয়া  
ঘ. বিদেশী শিল্পপতিদের দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহারে বাধ্য করা
৪৫. দেশের প্রথম ওয়ুথ পার্ক কোথায় স্থাপিত হচ্ছে? [৩০তম বিসিএস]
- ক. গজারিয়া খ. গাজীপুর গ. সাভারে ঘ. সেন্টমার্টিনে
৪৬. বাংলাদেশের অন্তর্গত সুন্দরবনের আয়তন কত? [২০তম বিসিএস]
- ক. ২৪০০ বর্গমাইল খ. ১৯৫০ বর্গমাইল  
গ. ১৮৮৬ বর্গমাইল ঘ. ৯২৫ বর্গমাইল
৪৭. খুলনা হার্ডবোর্ড মিলে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় কোন ধরনের কাঠ? [১৮তম বিসিএস]
- ক. চাপালিশ খ. কেওড়া  
গ. গোওয়া ঘ. সুন্দরী
৪৮. সুন্দরবনে বাঘ গণনায় ব্যবহৃত হয়- [২৯তম বিসিএস]
- ক. পাগ-মার্ক খ. ফুটমার্ক  
গ. GIS ঘ. কোয়ার্ডবেট
৪৯. পার্বত্য চট্টগ্রামে কয়টি জেলা আছে? [২৯তম বিসিএস]
- ক. ৩টি খ. ৫টি  
গ. ৭টি ঘ. ৯টি
৫০. পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি কবে সম্পাদিত হয়? [২১তম বিসিএস/২০তম বিসিএস/১৯তম বিসিএস]
- ক. ১২ নভেম্বর, ১৯৯৭ খ. ২ ডিসেম্বর, ১৯৯৭  
গ. ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৭ ঘ. ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৯৭

উত্তরমালা (Previous Questions)

০১	গ	০২	ক	০৩	ক	০৪	ক	০৫	গ
০৬	গ	০৭	গ	০৮	গ	০৯	গ	১০	খ
১১	গ	১২	গ	১৩	খ	১৪	গ	১৫	ঘ
১৬	গ	১৭	ক	১৮	ক	১৯	খ	২০	গ
২১	খ	২২	ক	২৩	ঘ	২৪	গ	২৫	ক

২৬	খ	২৭	গ	২৮	গ	২৯	ঘ	৩০	ঘ
৩১	ক	৩২	ঘ	৩৩	গ	৩৪	ক	৩৫	ঘ
৩৬	খ	৩৭	ক	৩৮	খ	৩৯	ঘ	৪০	খ
৪১	গ	৪২	খ	৪৩	ক	৪৪	ক	৪৫	ক
৪৬	ক	৪৭	ঘ	৪৮	ক	৪৯	ক	৫০	খ

Practice Question

০১. বাংলাদেশে মোট আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ (প্রায়) কত?  
ক. ২ কোটি ৯ লক্ষ একর      খ. ২ কোটি ১ লক্ষ ৫৭ হাজার একর  
গ. ১ কোটি ৭৭ লক্ষ একর      ঘ. ১ কোটি ৮৫ লক্ষ একর
০২. বাংলাদেশের চাষের অযোগ্য জমির পরিমাণ-  
ক. ১ কোটি ২৫ লক্ষ একর      খ. ১ কোটি ৩২ লক্ষ একর  
গ. ১ কোটি ৪০ লক্ষ একর      ঘ. ২৫ লক্ষ ৮০ হাজার একর
০৩. বাংলাদেশে মাথাপিছু আবাদী জমির পরিমাণ-  
ক. ১ একর      খ. ১.৫ একর  
গ. ২ একর      ঘ. ০.১৫ একর
০৪. কোনটি রবি ফসল নয়?  
ক. টমেটো      খ. মূলা  
গ. কচু      ঘ. গম
০৫. বাংলাদেশে এ পর্যন্ত মোট কতবার কৃষিশুমারি হয়েছে?  
ক. ২ বার      খ. ৩ বার  
গ. ৪ বার      ঘ. ৫ বার
০৬. বাংলাদেশে সর্বশেষ কৃষিশুমারি করা হয়ে কোন সালে?  
ক. ১৯৯৬      খ. ২০০৮  
গ. ২০০১      ঘ. ১৯৮৪
০৭. 'জুম' বলতে কী বোঝায়?  
ক. এক ধরনের চাষাবাদ      খ. এক ধরনের ফুল  
গ. গুচ্ছগ্রাম      ঘ. পাহারী জনগোষ্ঠীর নাম
০৮. বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের সংক্ষিপ্ত নাম-  
ক. BERI      খ. BRRI  
গ. BIRR      ঘ. IRR
০৯. বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কোন জেলায় অবস্থিত?  
ক. গাজীপুর      খ. চাঁদপুর  
গ. ফরিদপুর      ঘ. বরিশাল
১০. BADCএর কাজ কী?  
ক. কৃষি উন্নয়ন      খ. শিল্পোন্নয়ন  
গ. চিকিৎসা উন্নয়ন      ঘ. কোনটিই নয়
১১. নিচের কোনটি ভিটামিন 'সি' সমৃদ্ধ খাদ্য?  
ক. ভাত      খ. দুধ  
গ. রুটি      ঘ. লেবু
১২. বাংলাদেশ মহিষ প্রজনন কেন্দ্র কোথায়?  
ক. খুলনা      খ. যশোর  
গ. বাগেরহাট      ঘ. পাবনা
১৩. সম্প্রতি বাংলাদেশে জীবনরহস্য আবিষ্কৃত হয়েছে-  
ক. ছাগলের      খ. ধানের  
গ. গমের      ঘ. আঁখের
১৪. পাটের জীবন রহস্য উন্মোচিত হয় কোন বিজ্ঞানীর নেতৃত্বে-

- ক. সাইদুল আলম      খ. মাহবুব আলম  
গ. মাকসুদুল আলম      ঘ. আব্দুল কাইয়ুম
১৫. ২০১০ সালের জুন মাসে বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা কোন উদ্ভিদের জন্ম রহস্য আবিষ্কার করেন?  
ক. ধান      খ. গম  
গ. পাট      ঘ. তুলা
১৬. বাংলাদেশের ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট কোথায়?  
ক. ফরিদপুর      খ. দিনাজপুর  
গ. ঈশ্বরদী      ঘ. ঢাকা
১৭. 'চা গবেষণা কেন্দ্র' অবস্থিত-  
ক. ঢাকায়      খ. দিনাজপুর  
গ. শ্রীমঙ্গল      ঘ. চট্টগ্রামে
১৮. 'মেশতা' এক জাতীয়-  
ক. ধান      খ. তুলা  
গ. পাট      ঘ. তামাক
১৯. বাংলাদেশের কোন জেলায় সবচেয়ে বেশি পাট উৎপাদন হয়?  
ক. রংপুর      খ. ফরিদপুর  
গ. টাঙ্গাইল      ঘ. যশোর
২০. জুটন কে আবিষ্কার করেন?  
ক. ড. মো: সিদ্দিকুল্লাহ      খ. ড. কুদারাত-ই-খুদা  
গ. ড. ইল্লাস আলী      ঘ. ড. ওয়াজেদ মিয়া
২১. একটি কাঁচা পাটের গাঁটের ওজন-  
ক. ৩.৫ মন      খ. ২.৫ মন  
গ. ৪ মন      ঘ. ৫ মন
২২. বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল কোনটি?  
ক. ধান      খ. গম  
গ. আখ      ঘ. পাট
২৩. বাংলাদেশে প্রথম চা চাষ আরম্ভ হয় কবে?  
ক. ১৮৬০ সালে      খ. ১৮৪৮ সালে  
গ. ১৮৪০ সালে      ঘ. ১৮৬৪ সালে
২৪. বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি চা উৎপাদন হয় কোথায়?  
ক. সিলেট      খ. মৌলভীবাজার  
গ. হবিগঞ্জ      ঘ. সুনামগঞ্জ
২৫. সিলেটে প্রচুর চা জন্মাবার কারণ কী?  
ক. পাহাড় ও অল্প বৃষ্টি      খ. সমতল ভূমি  
গ. বনভূমি ও প্রচুর বৃষ্টি      ঘ. পাহাড় ও প্রচুর বৃষ্টি
২৬. সর্বাধিক চা বাগান কোন জেলায় অবস্থিত?  
ক. সিলেট      খ. হবিগঞ্জ

- গ. সুনামগঞ্জ ঘ. মৌলভীবাজার
২৭. উত্তরবঙ্গের কোন জেলায় চা বাগান আছে?  
ক. পঞ্চগড় খ. দিনাজপুর  
গ. বগুড়া ঘ. রাজশাহী
২৮. বাংলাদেশের দ্বিতীয় অর্থকরী ফসল—  
ক. চা খ. ধান  
গ. আলু ঘ. গম
২৯. বাংলাদেশে সর্বশেষ কোন জেলায় চা বাগান করা হয়?  
ক. পঞ্চগড় খ. দিনাজপুর  
গ. কুড়িগ্রাম ঘ. বান্দরবান
৩০. বাংলাদেশে অর্গানিক চা উৎপাদন শুরু হয়েছে—  
ক. পঞ্চগড়ে খ. রাজশাহীতে  
গ. মৌলভীবাজারে ঘ. সিলেটে
৩১. বাংলাদেশে বার্ষিক চা উৎপাদনের পরিমাণ হচ্ছে প্রায়—  
ক. ১৪ কোটি পাউন্ড খ. ১৩ কোটি পাউন্ড  
গ. ১০.৫ কোটি পাউন্ড ঘ. ৯.৫ কোটি পাউন্ড
৩২. 'চা'-এর আদিবাস—  
ক. ভারত খ. শ্রীলংকা  
গ. চীন ঘ. জাপান
৩৩. বর্তমানে বাংলাদেশে কতটি চা বাগান আছে?  
ক. ১৫৮টি খ. ১৬১টি  
গ. ১৬০টি ঘ. ১৬৬টি
৩৪. বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক নতুন নতুন উদ্ভাবিত ক্রোন চা কোনটি?  
ক. বি টি-১২ খ. বি টি-১৬  
গ. বি টি-১৪ ঘ. বি টি-১৩
৩৫. সবচেয়ে বেশি তামাক জন্মে কান জেলায়?  
ক. রাজশাহী খ. রংপুর  
গ. দিনাজপুর ঘ. রাঙামাটি
৩৬. সুমাত্রা ও ম্যানিলা কোন ফসলের নাম?  
ক. ধান খ. পাট  
গ. গম ঘ. তামাক
৩৭. বাংলাদেশে রেশম উৎপন্ন হয়—  
ক. ময়মনসিংহে খ. পাবর্তা চট্টগ্রামে  
গ. রাজশাহীতে ঘ. সন্দরবনে
৩৮. রেশমগুটির চাষ সর্বাধিক পরিমাণে হয়—  
ক. রাজশাহী খ. চাঁপাইনবাবগঞ্জ  
গ. কক্সাজার ঘ. রাঙামাটি
৩৯. বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে রেশম চাষ করা হয়?  
ক. পূর্বাঞ্চলে খ. পশ্চিমাঞ্চলে  
গ. উত্তরাঞ্চলে ঘ. দক্ষিণাঞ্চলে
৪০. বাংলাদেশের কোথায় রাবার চাষ করা হয়?  
ক. কক্সাজারের রামুতে খ. কক্সাজারের চকোরিয়ায়  
গ. চট্টগ্রামের পটিয়ায় ঘ. বান্দরবানের থানচিতে
৪১. কোন জেলা তুলা চাষের জন্য সবচেয়ে বেশি উপযোগী?  
ক. যশোর খ. ফরিদপুর  
গ. রংপুর ঘ. দিনাজপুর
৪২. বাংলাদেশে ধান চাষ করা হয় মোট আবাদী জমির—  
ক. ৬০% খ. ৭৩%  
গ. ৮০% ঘ. ৯০%

৪৩. মোটামুটিভাবে ১০০ কেজি ধানে কত কেজি চাল পাওয়া যায়?  
ক. ৫২ কেজি খ. ৬০ কেজি  
গ. ৬৬ কেজি ঘ. ৭৫ কেজি
৪৪. কাটারীভোগ চাল উৎপাদনের বিখ্যাত জায়গা—  
ক. দিনাজপুর খ. বরিশাল  
গ. ময়মনসিংহ ঘ. কুমিল্লা
৪৫. সবচেয়ে উচ্চ ফলনশীল কোনটি?  
ক. সাতিশাইল খ. মালা ইরি  
গ. নাজিরশাইল ঘ. পাইজাম
৪৬. বাংলাদেশের কোন জেলায় সবচেয়ে বেশি চালকল রয়েছে?  
ক. দিনাজপুর খ. বরিশাল  
গ. ময়মনসিংহ ঘ. নওগাঁ
৪৭. মূল্য পরিমাপে বাংলাদেশে কোন কৃষিপণ্য সবচেয়ে বেশি উৎপাদিত হয়?  
ক. পাট খ. ইক্ষু  
গ. চা ঘ. ধান
৪৮. সর্ব প্রথমে যে উফশি ধান এদেশে চালু হয়ে এখনও বর্তমান রয়েছে তা হলো—  
ক. ইরি-৮ খ. ইরি-১  
গ. ইরি-২০ ঘ. ইরি-৩
৪৯. মুজা, গাজী, বিপ্লব কোন জাতীয় ফসলের নাম?  
ক. উন্নত জাতের গম খ. উন্নত জাতের পাট  
গ. উন্নত জাতের ধান ঘ. উন্নত জাতের ভুট্টা
৫০. কোন জেলায় সর্বাধিক ধান উৎপন্ন হয়?  
ক. বরিশাল খ. ময়মনসিংহ  
গ. ঢাকা ঘ. কুমিল্লা
৫১. ধান উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের স্থান কততম?  
ক. দ্বিতীয় খ. তৃতীয়  
গ. চতুর্থ ঘ. পঞ্চম
৫২. বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রথম উন্নত জাতের ধান—  
ক. মালা খ. বি আর-৮  
গ. বি আর-৫ ঘ. বি আর-৯
৫৩. উত্তরাঞ্চলে 'মঙ্গার ধান' বলে পরিচিত—  
ক. ব্রি-৩৩ খ. বি আর-৮  
গ. বি আর-৫ ঘ. বি আর-২২
৫৪. রঙানি আয়ের দিক দিয়ে কোনটি সবচেয়ে অর্থকরী ফসল?  
ক. ধান খ. তামাক  
গ. মরিচ ঘ. তৈলবীজ
৫৫. বাংলাদেশের কোথায় সবচেয়ে বেশি গম উৎপাদিত হয়?  
ক. রাজশাহী খ. রংপুর  
গ. যশোর ঘ. দিনাজপুর
৫৬. পাখি ছাড়া 'বলাকা' ও 'দোয়েল' নামে পরিচিত—  
ক. দুইটি উন্নতজাতের গমশস্য খ. দুইটি উন্নতজাতের ধানশস্য  
গ. দুইটি উন্নতজাতের ভুট্টাশস্য ঘ. দুইটি উন্নত জাতের ইক্ষু
৫৭. 'সোনালিকা' ও 'আকবর' বাংলাদেশের কৃষি ক্ষেত্রে কীসের নাম?  
ক. উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতির নাম খ. উন্নত জাতের ধানের নাম  
গ. কৃষি বিষয়ক বেসরকারি সংস্থান নাম ঘ. উন্নত জাতের গমের নাম
৫৮. বাংলাদেশের অতি পরিচিত খাদ্য গোলআলু এই খাদ্য আমাদের দেশে আনা হয়েছিল—  
ক. ইউরোপের হল্যান্ড থেকে খ. দক্ষিণ আমেরিকার পেরু থেকে  
গ. আফ্রিকার মিসর থেকে ঘ. এশিয়ার থাইল্যান্ড থেকে

৫৯. বর্তমানে বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের কলার চাষ হচ্ছে। নিচের কোনটি তাদের একটি?  
ক. হাইব্রিড খ. দোয়েল  
গ. আনন্দ ঘ. অগ্নিশ্বর
৬০. 'অগ্নিশ্বর', 'কানাইবাঁশী', 'মোহনবাঁশী', ও 'বীটজবা' কি জাতীয় ফলের নাম?  
ক. পেয়ারা খ. কলা  
গ. পেঁপে ঘ. জামরুল
৬১. নদী ছাড়া মহানন্দ কী?  
ক. সরিষা খ. আম  
গ. তরমুজ ঘ. বাঁধাকপি
৬২. 'বর্ণালি' ও 'শুভ্র' কী?  
ক. উন্নত জাতের ভুট্টা খ. উন্নত জাতের তামাক  
গ. উন্নত জাতের ধান ঘ. উন্নত জাতের বেগুন
৬৩. বাংলাদেশের 'কৃষি দিবস'—  
ক. পহেলা কার্তিক খ. পহেলা মাঘ  
গ. পহেলা অগ্রহায়ণ ঘ. পহেলা বৈশাখ
৬৪. কোন জেলাকে বাংলার শস্য ভান্ডার বলা হয়?  
ক. বৃহত্তর রংপুর জেলা খ. বৃহত্তর দিনাজপুর জেলা  
গ. বৃহত্তর বরিশাল জেলা ঘ. বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা
৬৫. বাংলাদেশের প্রধান প্রধান জলজ সম্পদ হচ্ছে—  
ক. মাছ ও শঙ্খ খ. ঝিনুক ও লবণ  
গ. মাছ ও কাঁকড়া ঘ. পানি ও মাছ
৬৬. বাংলাদেশে মৎস্য আইনে কত সেক্টিমিটারের কম দৈর্ঘ্যের পোনা মাছ ধরা নিষিদ্ধ?  
ক. ২০ সেমি খ. ২৩ সেমি  
গ. ২৫ সেমি ঘ. ৩০ সেমি
৬৭. বাংলাদেশ ফিসারিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউট কোথায় অবস্থিত?  
ক. ঢাকা খ. কক্সাজার  
গ. চট্টগ্রাম ঘ. ময়মনসিংহ
৬৮. বাংলাদেশের প্রথম চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র কোথায় স্থাপিত হয়েছে?  
ক. খুলনা খ. সাতক্ষীরা  
গ. বাগেরহাট ঘ. বরগুনা
৬৯. বাংলাদেশের সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হচ্ছে—  
ক. বোরো ধানের চাষ খ. শুটকী মাছ উৎপাদন  
গ. নৌকা তৈরীর কাজ ঘ. চিংড়ি চাষ
৭০. 'পিরানহা' কী?  
ক. রান্ধুসে মাছ খ. হিংস্রপাখি  
গ. গ্রামীণ পোশাক ঘ. বিষাক্ত পতঙ্গ
৭১. আমাদের দেশের কৃষকেরা সাধারণত কীসের ক্ষেতে মাছ চাষ করে?  
ক. ধানের খ. পাটের  
গ. আখের ঘ. সরিষার
৭২. ফসলবিন্যাসে কোন ফসল চাষ করলে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়?  
ক. ডাল জাতীয় খ. শিম জাতীয়  
গ. তেল জাতীয় ঘ. দানা জাতীয়
৭৩. শূন্য চাষ পদ্ধতিতে কোনটি লাগানো হয়?  
ক. রসুন খ. ধান  
গ. মটরশুঁটি ঘ. গম

৭৪. অক্টোবর-নভেম্বর মাসে চাষকৃত আলুর উত্তোলন কোন মাসে শেষ হয়?  
ক. ডিসেম্বর-জানুয়ারি খ. জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি  
গ. ফেব্রুয়ারি-মার্চ ঘ. মার্চ-এপ্রিল
৭৫. বাংলাদেশের জলবায়ু কেমন?  
ক. আর্দ্র ও উষ্ণতাবাপন্ন খ. আর্দ্র ও সমভাবাপন্ন  
গ. শুষ্ক ও চরমভাবাপন্ন ঘ. শুষ্ক ও নাতিশীতোষ্ণ
৭৬. ফসল উৎপাদনের মৌসুম কয়টি?  
ক. ২টি খ. ৩টি  
গ. ৪টি ঘ. ৫টি
৭৭. বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে গো-চারপের জন্য বাধান আছে?  
ক. সিরাজগঞ্জ খ. দিনাজপুর  
গ. সিলেট ঘ. ফরিদপুর
৭৮. বাংলাদেশ জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান কত?  
ক. ২% খ. ১৪.২৩%  
গ. ৬.৫% ঘ. ১৫%
৭৯. বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় গো-প্রচলন খামার কোথায় অবস্থিত?  
ক. রাজশাহী খ. চট্টগ্রাম  
গ. সিলেট ঘ. সাভার
৮০. বাংলাদেশের গবাদিপশুতে প্রথম দ্রুপ বদল করা হয়—  
ক. ৫ মে ১৯৯৪ খ. ৬ এপ্রিল ১৯৯৪  
গ. ৫ মে ১৯৯৫ ঘ. ৭ মে ১৯৯৫
৮১. বাংলাদেশের একটি জীবন্ত জীবাশ্মের নাম—  
ক. রাজ কাঁকড়া খ. গণ্ডার  
গ. পিপীলিকাভুক ম্যানিস ঘ. স্লো লোরিস
৮২. বাংলাদেশের মৎস্য আইনে কত সেক্টিমিটারের কম দৈর্ঘ্যের রুই জাতীয় মাছের পোনা মারা নিষেধ?  
ক. ১৮ সেক্টিমিটার খ. ২০ সেক্টিমিটার  
গ. ২৩ সেক্টিমিটার ঘ. ২৫ সেক্টিমিটার
৮৩. বাংলাদেশে মৎস্য প্রজাতি গবেষণাগার কোথায় অবস্থিত?  
ক. নওগাঁ খ. পাবনা  
গ. কুষ্টিয়া ঘ. বগুড়া
৮৪. বাংলাদেশে মৎস্য প্রজাতি গবেষণাগার কোথায় অবস্থিত?  
ক. চাঁদপুর খ. রাজশাহী  
গ. ময়মনসিংহ ঘ. সিরাজগঞ্জ
৮৫. বাংলাদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ—  
ক. কয়লা খ. তৈল  
গ. প্রাকৃতিক গ্যাস ঘ. চুনা পাথর
৮৬. বাংলাদেশের প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ—  
ক. স্বর্ণ খ. লৌহ  
গ. গ্যাস ঘ. কয়লা
৮৭. বাংলাদেশে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত গ্যাস ক্ষেত্রের সংখ্যা—  
ক. ১৭টি খ. ১৮টি  
গ. ২৩টি ঘ. ২৬টি
৮৮. বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় গ্যাসক্ষেত্র কোনটি?  
ক. তিতাস গ্যাসক্ষেত্র খ. সাংগু গ্যাসক্ষেত্র  
গ. বাখরাবাদ গ্যাসক্ষেত্র ঘ. হবিগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র
৮৯. মজুদ গ্যাসের পরিমাণের দিক দিয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় গ্যাস ফিল্ড—  
ক. তিতাস খ. বাখরাবাদ  
গ. কুতুবদিয়া ঘ. হবিগঞ্জ



৯০. সমুদ্র উপকূল এলাকায় মোট কয়টি গ্যাসক্ষেত্র আছে?  
ক. একটি খ. দু'টি গ. তিনটি ঘ. চট্টগ্রাম
৯১. Gas fields were discovered in Bangladesh for the first time in-  
ক. ১৯৫৫ খ. ১৯৬৫  
গ. ১৯৭৫ ঘ. ১৯৮৫
৯২. বাংলাদেশের সমুদ্রাঞ্চলে আবিষ্কৃত প্রথম গ্যাসক্ষেত্রের নাম কী?  
ক. জাফর পয়েন্ট খ. হাতিয়া প্রণালী  
গ. সান্দ্র ভ্যালি ঘ. হিরণ পয়েন্ট
৯৩. তিতাস গ্যাসের মূখ্য উপাদান-  
ক. ইথেন খ. মিথেন  
গ. প্রপেন ঘ. নাইট্রোজেন
৯৪. তিতাস গ্যাস পাওয়া গেছে-  
ক. হবিগঞ্জে খ. রশিদপুরে  
গ. ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ঘ. তেঁতুলিয়ায়
৯৫. কামতা গ্যাস ক্ষেত্রটি অবস্থিত-  
ক. কামালপুর খ. সিলেট  
গ. পার্বত্য চট্টগ্রাম ঘ. গাজীপুর
৯৬. বাখরাবাদ গ্যাসক্ষেত্রটি অবস্থিত-  
ক. কুমিল্লায় খ. নারায়ণগঞ্জ  
গ. ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ঘ. সিলেট
৯৭. বিয়ানীবাজার গ্যাস ফিল্ডটি কোথায়?  
ক. কুমিল্লায় খ. চট্টগ্রাম  
গ. রাজশাহী ঘ. সিলেট
৯৮. বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ডটি কোন জেলার অন্তর্ভুক্ত?  
ক. সিলেট খ. মৌলভীবাজার  
গ. হবিগঞ্জ ঘ. ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৯৯. সেমুতাং গ্যাসক্ষেত্র অবস্থিত-  
ক. বান্দরবানে খ. খাগড়াছড়িতে  
গ. সুনামগঞ্জে ঘ. রাঙ্গামাটিতে
১০০. সালদা নদী গ্যাসক্ষেত্রটি বাংলাদেশের কোন জেলায় অবস্থিত?  
ক. ব্রাহ্মণবাড়িয়া খ. কুমিল্লা  
গ. সিলেট ঘ. ফেনী
১০১. বঙ্গোপসাগরের কোন অঞ্চলে গ্যাস আবিষ্কৃত হয়েছে?  
ক. সান্দ্র খ. কুতুবদিয়া  
গ. নিরুমা দ্বীপ ঘ. কুয়াকাটা
১০২. দেশের কোন গ্যাসে ত্রে প্রথম অগ্নিকাণ্ড হয়?  
ক. হরিপুর খ. সেমুতাং  
গ. মাগুরছড়া ঘ. সান্দ্র
১০৩. বাংলাদেশের মাগুরছড়া গ্যাসক্ষেত্র কোথায় অবস্থিত?  
ক. কালীগঞ্জ খ. কমলগঞ্জ  
গ. কিশোরগঞ্জ ঘ. ব্রাহ্মণবাড়িয়া
১০৪. মাগুরছড়া গ্যাসক্ষেত্রটি কোন জেলায়?  
ক. সিলেট খ. হবিগঞ্জ  
গ. মৌলভীবাজার ঘ. ব্রাহ্মণবাড়িয়া
১০৫. বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস বেশি ব্যবহৃত হয় কোন খাতে?  
ক. বিদ্যুৎ উৎপাদন খ. সিমেন্ট কারখানা  
গ. সি. এন. জি ঘ. সার কারখানা
১০৬. বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার সম্পর্কে যে তথ্যটি সঠিক নয়-

- ক. প্রাকৃতিক গ্যাস ইউরিয়া সার উৎপাদনের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়।  
খ. বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত হচ্ছে।  
গ. গৃহস্থলির রান্নার জন্য জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।  
ঘ. পেট্রোল উৎপাদনে ব্যবহৃত হচ্ছে।

১০৭. Which of the following uses the largest volume of Gase in Bangladesh?

- ক. PDB খ. Households  
গ. Fertilizer Factories ঘ. DESA

১০৮. বাংলাদেশের কোথায় ইউরেনিয়ামের সন্ধান পাওয়া গেছে?

- ক. চন্দ্রনাথ পাহাড়ে খ. লালমাই পাহাড়ে  
গ. কুলাউড়া পাহাড়ে ঘ. আলুটিলায়

১০৯. গ্যাস সম্পদ অনুসন্ধানের লক্ষ্যে বাংলাদেশকে কয়টি ব্লকে বিভক্ত করা হয়েছে?

- ক. ১৩টি খ. ২৩টি গ. ১৯টি ঘ. ২৪টি

১১০. নাইকো গ্যাস কোম্পানিটি কোন দেশের?

- ক. যুক্তরাষ্ট্র খ. কানাডা গ. ব্রিটেন ঘ. অস্ট্রেলিয়া

১১১. বাংলাদেশের কোন গ্যাসক্ষেত্রটি আগুন লেগে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে?

- ক. তিতাস খ. বাখরাবাদ গ. টেংরাটিলা ঘ. পলাশ

১১২. বাংলাদেশের সর্বশেষ আবিষ্কৃত গ্যাস ক্ষেত্র কোন জেলায় অবস্থিত?

- ক. ব্রাহ্মণবাড়িয়া খ. ভোলা  
গ. নেত্রকোনা ঘ. জামালপুর

১১৩. ইউকোকল যে দেশের তেল কোম্পানি-  
ক. বাংলাদেশ খ. কানাডা  
গ. যুক্তরাষ্ট্র ঘ. যুক্তরাজ্য

১১৪. সিলেটের হরিপুরে পাওয়া গেছে-

- ক. গ্যাস খ. তৈল  
গ. গ্যাস ও তৈল উভয়ই ঘ. চূনাপাথর

১১৫. হরিপুরে কেন বিখ্যাত?

- ক. পেট্রোলিয়াম খ. প্রাকৃতিক গ্যাস  
গ. কয়লা ঘ. সিমেন্ট কারখানা

১১৬. হরিপুরে তেলক্ষেত্র আবিষ্কার হয়-

- ক. ১৯৮৭ সালে খ. ১৯৮৬ সালে  
গ. ১৯৮৫ সালে ঘ. ১৯৮৪ সালে

১১৭. বাংলাদেশে কিছুদিনের জন্য খনিজ তৈল পেট্রোলিয়াম) উৎপাদিত হয়েছিল কোথায়?

- ক. ফেঞ্চুগঞ্জে খ. কৈলাশটিলায়  
গ. ছাতকে ঘ. হরিপুরে

১১৮. হরিপুর তৈল ক্ষেত্রে দৈনিক তৈল উত্তোলনের মাত্রা-

- ক. ৫০০ ব্যারেল খ. ২০০ ব্যারেল  
গ. ৩০০ ব্যারেল ঘ. ৫৫০ ব্যারেল

১১৯. দিনাজপুর জেলায় বড়পুকুরিয়ায় কোন খনির সন্ধান পাওয়া গেছে?

- ক. কঠিন শিলা খ. কয়লা  
গ. চূনাপাথর ঘ. কাদামাটি

১২০. দিনাজপুর জেলার বড়পুকুরিয়ায় কিসের খনিজ প্রকল্পের কাজ চলছে?

- ক. কঠিন শিলা খ. কয়লা  
গ. চূনাপাথর ঘ. সাদামাটি

১২১. বড়পুকুরিয়া কোন জেলায় অবস্থিত?

- ক. দিনাজপুর খ. সিলেট

- গ. চূনাপাথর ঘ. কাদামাটি
১২২. বড় পুকুরিয়া কয়লা খনি আবিষ্কার হয়ে কোন সনে?  
ক. ১৯৮০ খ. ১৯৮১  
গ. ১৯৮২ ঘ. ১৯৮৫
১২৩. বাংলাদেশে উন্নতমানের কয়লার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে-  
ক. জামালগঞ্জে খ. জকিগঞ্জে  
গ. বিজয়পুরে ঘ. রানীগঞ্জে
১২৪. The first coal based power plant in Bangladesh is situated in  
ক. Kaptai, Rangamaty খ. Savar, Dhaka  
গ. Barapukuria ঘ. Sitakunda, Chittagon
১২৫. Fulbari coal mine is situated in which district?  
ক. Rangpur খ. Rajshahi  
গ. Dinajpur ঘ. Nilphamari
১২৬. রানীপুর কয়লাক্ষেত্র বাংলাদেশের কোন জেলায় অবস্থিত  
ক. কুমিল্লা খ. দিনাজপুর  
গ. বগুড়া ঘ. রংপুর
১২৭. বাংলাদেশে পিট (Peat) কয়লা পাওয়া যায় কোন জেলায়?  
ক. বগুড়া খ. ময়মনসিংহ  
গ. সিলেট ঘ. টাঙ্গাইল
১২৮. 'আইভরি ব্ল্যাক' কি?  
ক. রক্ত কয়লা খ. সক্রিয় কয়লা  
গ. কালো রঙ ঘ. অস্থি কয়লা
১২৯. দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়া থেকে কি খনিজ উত্তোলন করা হয়?  
ক. কয়লা খ. চূনাপাথর  
গ. প্রাকৃতিক গ্যাস ঘ. কঠিন শিলা
১৩০. বাংলাদেশে চীনা মাটির সন্ধান পাওয়া গেছে-  
ক. বিজয়পুরে খ. রানীগঞ্জে  
গ. টেকের হাটে ঘ. বিয়ানী বাজারে
১৩১. বিজয়পুর কোন জেলায় অবস্থিত?  
ক. সিলেট খ. রাজশাহী  
গ. বগুড়া ঘ. নেত্রকোনা
১৩২. বাংলাদেশের কোথায় চূনাপাথর মজুদ আছে?  
ক. শ্রীমঙ্গল খ. টেকনাফ  
গ. সেন্টমার্টিন ঘ. বান্দরবান
১৩৩. কাঁচ বালির সর্বাধিক মজুদ কোন অঞ্চলে?  
ক. জামালপুর খ. সিলেট  
গ. কুমিল্লা ঘ. বগুড়া
১৩৪. বাংলাদেশের কোথায় তেজস্ক্রিয় বালু পাওয়া যায়?  
ক. সিলেটের পাহাড়ে খ. কক্সাজার সমুদ্র সৈকত  
গ. সন্দরবনে ঘ. লালমাই এলাকায়
১৩৫. রংপুর জেলার রানীপুর ও পীরগঞ্জে কোন খনিজ আবিষ্কৃত হয়েছে?  
ক. চূনাপাথর খ. কয়লা  
গ. চীনা মাটি ঘ. তামা
১৩৬. কোন সংস্থা বিশ্ব 'ঐতিহ্য এলাকা' ঘোষণা করেছে?  
ক. WTO খ. WHO  
গ. UNEP ঘ. UNESCO

১৩৭. বাংলাদেশের কোন বনাঞ্চল বিশ্ব ঐতিহ্য (World heritage site) হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে?  
ক. মধুপুরের শালবন খ. পার্বত্য চট্টগ্রামের কাপ্তাই বনাঞ্চল  
গ. সুন্দরবন ঘ. সিলেটের লাউয়াছড়া বনাঞ্চল
১৩৮. Sundarban is declared as World Heritage' by-  
ক. UNDP খ. ILO  
গ. UNICEF ঘ. UNESCO
১৩৯. ইউনেস্কো কোন সালে বাংলাদেশের সুন্দরবনকে বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে ঘোষণা করে?  
ক. ১৯৯৭ খ. ১৯৮৩  
গ. ১৯৮৯ ঘ. ২০০১
১৪০. ইউনেস্কো সুন্দরবনকে কততম 'বিশ্ব ঐতিহ্য' হিসেবে ঘোষণা করে?  
ক. ৫২১তম খ. ৫২৩ তম  
গ. ৭৯৮তম ঘ. ৫২৮তম
১৪১. বাংলাদেশের কোন দুটি স্থান UNESCO WORLD HERITAGE এর অন্তর্ভুক্ত?  
ক. টাঙ্গুয়ার হাওর ও সুন্দরবন খ. কক্সাজার ও কুয়াকাটা সৈকত  
গ. লালমাই ও ময়নামতি ঘ. কোনোটিই নয়
১৪২. বাংলাদেশের প্রধান প্রধান জলজ সম্পদ হচ্ছে-  
ক. মাছ ও শঙ্খ খ. বিনুক ও লবণ  
গ. মাছ ও কাঁকড়া ঘ. পানি ও মাছ
১৪৩. পানি দূষণের প্রধান কারণ-  
ক. Man (মানুষ) খ. Tree (গাছপালা)  
গ. Beast (পশু) ঘ. Bird (পাখি)
১৪৪. পানি দূষণের জন্য দায়ী-  
ক. শিল্প কারখানার বর্জ্য পদার্থ  
খ. জমি থেকে ভেসে আসা রাসায়নিক সার ও কীটনাশক  
গ. শহর ও গ্রামের ময়লা আবর্জনা  
ঘ. উপরের সবকয়টিই
১৪৫. বাংলাদেশে পানি সম্পদের চাহিদা কোন খাতে সবচেয়ে বেশি?  
ক. আবাসিক খ. কৃষি  
গ. পরিবহন ঘ. শিল্প
১৪৬. বাংলাদেশে কোন পানীয় জলের উপর অধীকাশ মানুষ নির্ভর করে?  
ক. নদীর পানির উপর খ. নলকূপের পানির উপর  
গ. বৃষ্টির পানির উপর ঘ. পুকুরের পানির উপর
১৪৭. বাংলাদেশে কোন ধরনের পানিতে বিপজ্জনক মাত্রার চেয়ে বেশি আর্সেনিক পাওয়া গেছে?  
ক. নদীর পানি খ. বিলের পানি  
গ. অগভীর নলকূপের পানি ঘ. গভীর নলকূপের পানি
১৪৮. বাংলাদেশে কয়টি জেলার নলকূপের পানিতে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক পাওয়া গেছে?  
ক. ৬৩ টি জেলায় খ. ৬১ টি জেলায়  
গ. ৫১ টি জেলায় ঘ. ৪৯ টি জেলায়
১৪৯. বাংলাদেশের সর্বপ্রথম আর্সেনিক ধরা পড়ে-  
ক. নারায়ণগঞ্জ খ. চাপাইনবাবগঞ্জ  
গ. গোপালগঞ্জ ঘ. ফেঞ্চুগঞ্জ
১৫০. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর মতে প্রতি লিটার পানিতে আর্সেনিকের গ্রহণযোগ্যতা মাত্রা কত?

- ক. ০.০১ মিঃ গ্রাঃ                      খ. ০.০৫ মিঃ গ্রাঃ  
গ. ০.১ মিঃ গ্রাঃ                      ঘ. ০.৫ মিঃ গ্রাঃ
১৫১. আর্সেনিক দূরীকরণ সনো ফিল্টারের উদ্ভাবক-  
ক. মোস্তফা জব্বার                      খ. অধ্যাপক আবদুস সালাম  
গ. অধ্যাপক আবুর হুসসাম                      ঘ. অধ্যাপক আবদুল গণি
১৫২. দেশজ উপাদান ব্যবহার করে আর্সেনিক মুক্ত করার পদ্ধতির আবিষ্কারক কে?  
ক. ড. এম. এ. বাসার                      খ. ড. এম. আজাদ  
গ. ড. ইউনুস                      ঘ. ড. এম. এ. হাসান
১৫৩. বাংলাদেশের কোন নদীর পানি অত্যধিক দূষিত?  
ক. শীতলক্ষ্যা                      খ. বুড়িগঙ্গা  
গ. তুরাগ                      ঘ. পশুর
১৫৪. বাংলাদেশের বৃহত্তম পানি শোধনাগার কোনটি ?  
ক. জশলদিয়া                      খ. সোনাকান্দা  
গ. চাঁদনীঘাট                      ঘ. সায়েদাবাদ
১৫৫. ১৮৭৪ সালে ঢাকা শহরে পানি সরবরাহ করার জন্য প্রথম পানি সরবরাহ কার্যক্রম স্থাপিত হয়-  
ক. সদরঘাটে                      খ. চাঁদনীঘাটে  
গ. পোস্তগোলায়                      ঘ. শ্যামবাজারে
১৫৬. বাংলাদেশে বিদ্যুৎ শক্তির উৎস.....  
ক. খনিজ তৈল                      খ. প্রাকৃতিক গ্যাস  
গ. পাহাড়ী নদী                      ঘ. উপরের সবগুলোই
১৫৭. সরকার কত সালের মধ্যে দেশের প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌছানোর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে?  
ক. ২০১০ সালে                      খ. ২০১৫ সালে  
গ. ২০১৮ সালে                      ঘ. ২০২১ সালে
১৫৮. বাংলাদেশের একমাত্র জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রস্থল-  
ক. কাগুই                      খ. চন্দ্রঘোনা  
গ. বান্দরবান                      ঘ. রামু
১৫৯. নিচের কোনটির উপর কাগুই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত?  
ক. নাফ নদী                      খ. কর্ণফুলী নদী  
গ. সুরমা নদী                      ঘ. কুশিয়ারা নদী
১৬০. বাংলাদেশের একমাত্র কৃত্রিম হ্রদ কোন নদীতে বাঁধ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে?  
ক. লুসাই নদী                      খ. নাফ নদী  
গ. কাগুই নদী                      ঘ. কর্ণফুলী নদী
১৬১. কাগুই ড্যাম কোন জেলায় অবস্থিত?  
ক. চট্টগ্রাম                      খ. রাঙ্গামাটি  
গ. কক্সবাজার                      ঘ. বান্দরবান
১৬২. বাংলাদেশের বৃহত্তম তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র-  
ক. ভেড়ামারা                      খ. আশুগঞ্জ  
গ. সিদ্ধিরগঞ্জ                      ঘ. গোয়ালপাড়া
১৬৩. প্রথমবারের মতো দেশে বেসরকারী উদ্যোগে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মিত হয় কোথায়?  
ক. বড়পুকুরিয়া                      খ. বাঘাবাড়ী  
গ. ভেড়ামারা                      ঘ. মধ্যপাড়া
১৬৪. দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া কিসের জন্য বিখ্যাত?  
ক. প্রথম কয়লাচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্র।  
খ. প্রথম গ্যাসচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্র।  
গ. দ্বিতীয় কয়লাচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্র

- ঘ. দ্বিতীয় গ্যাসচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্র
১৬৫. রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?  
ক. ময়মনসিংহ                      খ. নেত্রকোণা  
গ. সাভার                      ঘ. পাবনা
১৬৬. The only barge mounted power plant in Bangladesh is located at-  
ক. Dhaka                      খ. Rajshahi  
গ. Khulna                      ঘ. Sylhet
১৬৭. প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের কোথায় বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপন করা হয়?  
ক. চট্টগ্রামে                      খ. ফেনীতে  
গ. নোয়াখালীতে                      ঘ. লক্ষ্মীপুরে
১৬৮. বাংলাদেশের কোন জেলায় প্রথম সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প চালু হয়?  
ক. চট্টগ্রাম                      খ. নরসিংদী  
গ. দিনাজপুর                      ঘ. যশোর
১৬৯. কোন সংস্থা গ্রাম বাংলায় বিদ্যুতায়নের দায়িত্বে সরাসরিভাবে নিয়োজিত?  
ক. ডেসা                      খ. পিডিবি  
গ. ওয়াপদা                      ঘ. আরইবি
১৭০. আমাদের দেশে বনায়নের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ-  
ক. গাছপালা পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে  
খ. গাছপালা অজিজন ত্যাগ করে পরিবেশকে নির্মল রাখে ও জীবজগতকে চর্বাচায়।  
গ. দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কোনো অবদান নেই  
ঘ. বাড় ও বন্য আশঙ্কা বাড়িয়ে দেয়
১৭১. বাংলাদেশের বনাঞ্চলের পরিমাণ মোট ভূমির কত শতাংশ?  
ক. ১৯ শতাংশ                      খ. ১২ শতাংশ  
গ. ১৬ শতাংশ                      ঘ. ১৭.৮ শতাংশ
১৭২. খুলনা হার্ডবোর্ড মিলে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় কোন ধরনের কাঠ?  
ক. চাপালিশ                      খ. কেওড়া                      গ. গেওয়া                      ঘ. সুন্দরী
১৭৩. চন্দ্রঘোনা কাগজ কলের প্রধান কাঁচামাল কি?  
ক. আখের ছোবড়া                      খ. বাঁশ  
গ. জারুল গাছ                      ঘ. নল-খাগড়া
১৭৪. বাংলাদেশের কোন বনভূমি শালবৃক্ষের জন্য বিখ্যাত?  
ক. সিলেটের বনভূমি                      খ. পার্বত্য চট্টগ্রামের বনভূমি  
গ. ভাওয়াল ও মধুপুরের বনভূমি                      ঘ. সন্দরবন
১৭৫. কোন গাছের কাঠ হতে দিয়াশলাই-এর কাঠি তৈরি হয়?  
ক. গরান                      খ. গেওয়া  
গ. ধুন্দল                      ঘ. চাপালিশ
১৭৬. কোনো দেশের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য মোট ভূমির কত শতাংশ বনভূমি প্রয়োজন?  
ক. ১৮                      খ. ২২  
গ. ২৫                      ঘ. ২৭
১৭৭. বনাঞ্চল থেকে সংগৃহীত কাঠ ও লাকড়ি দেশের মোট জ্বালানির কত ভাগ পূরণ করে?  
ক. শতকরা ৭০ ভাগ                      খ. শতকরা ৬৫ ভাগ  
গ. শতকরা ৫৫ ভাগ                      ঘ. শতকরা ৬০ ভাগ
১৭৮. পেন্সিল তৈরিতে কোন গাছের কাঠ ব্যবহৃত হয়?  
ক. গরান                      খ. নল খাগড়া  
গ. ধুন্দল                      ঘ. গেওয়া
১৭৯. দেশের কোন বনাঞ্চলকে চিরহরিৎ বন বলা হয়?

- ক. সুন্দরবন খ. মধুপুর বনাঞ্চল  
গ. পার্বত্য ঘ. গাজীপুর বনাঞ্চল
১৮০. মধুপুর বনাঞ্চলের প্রধান বৃক্ষ কোনটি?  
ক. গর্জন খ. সেগুন  
গ. গামার ঘ. শাল
১৮১. বাংলাদেশে দীর্ঘতম গাছের নাম কি?  
ক. বৈলাম খ. ইউক্যালিপটাস  
গ. অর্জুন ঘ. মেহগনি
১৮২. বিভাগ অনুসারে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি বনভূমি রয়েছে-  
ক. খুলনা বিভাগে খ. চট্টগ্রাম বিভাগে  
গ. বরিশাল বিভাগে ঘ. সিলেট বিভাগে
১৮৩. ম্যানগ্রোভ কি?  
ক. কেওড়া বন খ. শালবন  
গ. উপকূলীয় বন ঘ. চিরহরিৎ বন
১৮৪. সুন্দরবনের আয়তন প্রায় কত বর্গ কিলোমিটার?  
ক. ৩৮০০ খ. ১০০০০  
গ. ৫৫৭৫ ঘ. ৬৯০০
১৮৫. বাংলাদেশের কোন বনাঞ্চলকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ঘোষণা করা হয়েছে?  
ক. মধুপুর বন খ. সুন্দরবন  
গ. বান্দরবান ঘ. হিমছড়ি বন
১৮৬. পৃথিবীর একক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন-  
ক. সুন্দরবন খ. ভূমধ্যসাগরীয় বনভূমি  
গ. সরলবর্গীয় বনভূমি ঘ. চিরহরিৎ বনভূমি
১৮৭. সুন্দরবনকে বিশ্ব ঐতিহ্য স্বীকৃতি দেয়া হয়-  
ক. ৭ জানুয়ারি ১৯৯৫ খ. ২ নভেম্বর ১৯৯৬  
গ. ২ নভেম্বর ১৯৯৫ ঘ. ৬ ডিসেম্বর ১৯৯৭
১৮৮. সুন্দরবনকে World Heritage ঘোষণা করেছে-  
ক. ইউএনডিপি খ. আইএলও  
গ. ইউনেস্কো ঘ. ইউনেস্কো
১৮৯. সুন্দরবনে বাঘ গণনার জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতি কোনটি?  
ক. নির্দিষ্ট এলাকাভিত্তিক স্যাম্পলিং খ. হরিণের সংখ্যার ভিত্তিতে  
গ. পাগমার্ক ঘ. বন প্রহরীদের তথ্যের ভিত্তিতে
১৯০. সুন্দরবনের সুন্দরী গাছের নামানুসারে বনের নাম হয়েছে সুন্দরবন।  
এবনের অন্য একটি নাম আছে, তা কি?  
ক. ছদোবন খ. চাঁদাগাই  
গ. বাদাবন ঘ. বাইনবন
১৯১. সুন্দরবনের কত শতাংশ বনভূমি বাংলাদেশের অন্তর্গত?  
ক. ৫০ শতাংশ খ. ৫৫ শতাংশ  
গ. ৬০ শতাংশ ঘ. ৬২ শতাংশ
১৯২. অসংখ্য দ্বীপ নিয়ে গঠিত বনাঞ্চল কোনটি?  
ক. সুন্দরবন খ. সেন্টমার্টিন  
গ. নিবুদ্বীপ ঘ. মহেশখালী
১৯৩. ইউনেস্কো সুন্দরবনকে কততম বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে ঘোষণা করে?  
ক. ৫২১ তম খ. ৫২৩তম  
গ. ৭৯৮তম ঘ. ৫২৮তম
১৯৪. বাংলাদেশের একমাত্র কৃত্রিম ম্যানগ্রোভ বন কোথায়?  
ক. খুলনা খ. নোয়াখালী  
গ. বাগেরহাট ঘ. সাতক্ষীরা

১৯৫. বাংলাদেশের কোন বনকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ঘোষণা করা হয়েছে?  
ক. মধুপুর বন খ. হিমছড়ি বন  
গ. সুন্দরবন ঘ. সিঙ্গরা বন
১৯৬. বাংলাদেশের সুন্দরবন কোন রকমের বন?  
ক. পত্রঝরা খ. চিরহরিৎ  
গ. রেইন ঘ. শালবন
১৯৭. 'ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান' কত সালে প্রতিষ্ঠিত?  
ক. ১৯৮২ সালে খ. ১৯৮৩ সালে  
গ. ১৯৮০ সালে ঘ. ১৯৮৪ সালে
১৯৮. বাংলাদেশের জাতীয় উদ্যান-  
ক. রমনা উদ্যান খ. বোটানিক্যাল উদ্যান  
গ. বলধা গার্ডেন ঘ. সোহরাওয়ার্দী উদ্যান
১৯৯. দেশের সাফারি পার্ক কোথায় অবস্থিত?  
ক. চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ডে খ. মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গলে  
গ. কক্সবাজারের ডুলাহাজরায় ঘ. রাঙ্গামাটি জেলায় বেতুনিয়ায়
২০০. লাউয়াছড়া বনে কোন বিরল প্রাণী আছে?  
ক. হনুমান খ. চিতল হরিণ  
গ. ভূবন চিল ঘ. উল্লুক
২০১. বাংলাদেশের প্রথম ইকোপার্ক কোথায় অবস্থিত?  
ক. সীতাকুন্ডের চন্দ্রনাথ পাহাড়ে।  
খ. মৌলভীবাজারের মাধুবকুণ্ড মুরাইছড়ায়  
গ. কক্সবাজারের ডুলাহাজরায়  
ঘ. খুলনার মংলায়
২০২. বাংলাদেশে নির্মিতব্য প্রথম হাইটেক পার্ক কোথায়?  
ক. মহাখালী, ঢাকা খ. টঙ্গী, গাজীপুর  
গ. কালিয়াকৈর, গাজীপুর ঘ. আদমজী, নারায়নগঞ্জ
২০৩. বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি শাল গাছ আছে?  
ক. সিলেট খ. পার্বত্য চট্টগ্রাম  
গ. ভাওয়াল ঘ. সুন্দরবন



উত্তরমালা (Practice Questions)

০১	খ	০২	ঘ	০৩	ঘ	০৪	গ	০৫	গ	০৬	খ	০৭	ক	০৮	খ	০৯	ক	১০	ক
১১	ঘ	১২	গ	১৩	ক	১৪	গ	১৫	গ	১৬	গ	১৭	গ	১৮	গ	১৯	খ	২০	ক
২১	ক	২২	ঘ	২৩	গ	২৪	গ	২৫	ঘ	২৬	ঘ	২৭	ক	২৮	গ	২৯	ক	৩০	ক
৩১	ঘ	৩২	গ	৩৩	ঘ	৩৪	ক	৩৫	খ	৩৬	ঘ	৩৭	গ	৩৮	খ	৩৯	গ	৪০	ক
৪১	ক	৪২	গ	৪৩	গ	৪৪	ক	৪৫	খ	৪৬	ঘ	৪৭	ঘ	৪৮	ক	৪৯	গ	৫০	খ
৫১	গ	৫২	ক	৫৩	ক	৫৪	ক	৫৫	খ	৫৬	খ	৫৭	ঘ	৫৮	ক	৫৯	ঘ	৬০	খ
৬১	খ	৬২	ক	৬৩	গ	৬৪	গ	৬৫	ঘ	৬৬	খ	৬৭	ঘ	৬৮	গ	৬৯	গ	৭০	ক
৭১	ক	৭২	খ	৭৩	ক	৭৪	খ	৭৫	ঘ	৭৬	খ	৭৭	ক	৭৮	খ	৭৯	ঘ	৮০	গ
৮১	ক	৮২	গ	৮৩	খ	৮৪	গ	৮৫	গ	৮৬	গ	৮৭	ঘ	৮৮	ক	৮৯	ক	৯০	খ
৯১	ক	৯২	গ	৯৩	খ	৯৪	গ	৯৫	ঘ	৯৬	ক	৯৭	ঘ	৯৮	ক	৯৯	খ	১০০	ক
১০১	ক	১০২	গ	১০৩	খ	১০৪	গ	১০৫	ক	১০৬	ঘ	১০৭	ক	১০৮	গ	১০৯	খ	১১০	খ
১১১	গ	১১২	খ	১১৩	গ	১১৪	গ	১১৫	ক	১১৬	খ	১১৭	ঘ	১১৮	গ	১১৯	খ	১২০	খ
১২১	ক	১২২	ঘ	১২৩	ক	১২৪	গ	১২৫	গ	১২৬	ঘ	১২৭	গ	১২৮	ঘ	১২৯	ঘ	১৩০	ক
১৩১	ঘ	১৩২	গ	১৩৩	খ	১৩৪	ঘ	১৩৫	ঘ	১৩৬	ঘ	১৩৭	গ	১৩৮	ঘ	১৩৯	ক	১৪০	গ
১৪১	ক	১৪২	ঘ	১৪৩	ক	১৪৪	ঘ	১৪৫	খ	১৪৬	খ	১৪৭	গ	১৪৮	খ	১৪৯	খ	১৫০	ক
১৫১	গ	১৫২	ঘ	১৫৩	খ	১৫৪	ক	১৫৫		১৫৬	ঘ	১৫৭	ঘ	১৫৮	ক	১৫৯	খ	১৬০	ঘ
১৬১	খ	১৬২	ক	১৬৩	ক	১৬৪	ক	১৬৫	ঘ	১৬৬	গ	১৬৭	খ	১৬৮	খ	১৬৯	ঘ	১৭০	খ
১৭১	ঘ	১৭২	গ	১৭৩	খ	১৭৪	গ	১৭৫	খ	১৭৬	গ	১৭৭	ঘ	১৭৮	গ	১৭৯	গ	১৮০	ঘ
১৮১	ক	১৮২	খ	১৮৩	গ	১৮৪	খ	১৮৫	খ	১৮৬	ক	১৮৭	ঘ	১৮৮	ঘ	১৮৯	গ	১৯০	গ
১৯১	ঘ	১৯২	ক	১৯৩	গ	১৯৪	খ	১৯৫	গ	১৯৬	খ	১৯৭	ক	১৯৮	ঘ	১৯৯	গ	২০০	ঘ
২০১	ক	২০২	গ	২০৩	গ														